হস্তী তত্ত্ব

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী।
কর্ত্তৃক প্রণীত।

রঙ্গপুর

মাহিগঞ্জ পদ্মাবতী যন্ত্রে

শ্রীজয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১

মূল্য দুই টাকা।

ভূমিকা।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কত প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একাগ্র চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, পরম পিতার আশ্চর্য্য মহিমা, অসীম শক্তি, ধ্যান করিতে ২ অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানানন্দ উদ্ভূত হইয়া মনুষ্যকে পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন করে; তখন সেই যোগাবস্থায় ধীর চিত্ত ব্যক্তির চিত্তে যে সকল মঙ্গলকর বিষয় ধারণা হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই জগত ব্যাপী পঞ্চ ভৌতিক সংমিশ্রণে, যত প্রকার জীবই সৃষ্টহইয়াছে তাহার আদ্যন্ত ভাবনা করিলে, প্রত্যেক প্রাণীরই উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, এই অবস্থাত্রয় জাজ্জ্বল্যমান প্রতীয়মান হয়।

আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় ইহাই পশুর স্বাভাবিক লক্ষণ! একমাত্র জ্ঞানই, মনুষ্যকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক বলিয়া বিভেদ করায় যে অজ্ঞান, সে পূর্ব্বোক্ত চারিটী কার্য্য ব্যতীত তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি, দৈহিক উন্নতি, অথবা সাংসারিক উন্নতি কোন দিকেই চিত্ত ধাবিত হয় না। সুতরাং সে মনুষ্য হইলেও পশু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

জগদীশ্বর যত প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ জীব ইহাদের আধ্যাত্মিক, দৈহিক, কি সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি ও যাবতীয় অভাব মোচনার্থ, চেষ্টাই এই সকল গুণের পরিচায়ক। অতএব এরূপ শক্তি সম্পন্ন, প্রাণী, স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, অযথা নিশ্চেষ্টভাবে বহু মূল্য জীবন নষ্ট করিবে ইহা সম্ভবপর নহে।

প্রাণী মাত্রেরই অভাব হইলে তাহা দূর করিবার চেষ্টাই স্বভাবতঃ ধর্ম্ম। মনুষ্যের তদুপযুক্ত শক্তি থাকা হেতু ঐ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিয়া, সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

এই সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে মানবের কত প্রকার জড় ও চেতন পদার্থের আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবেনা। আমি যে বিষয় অবলম্বনে এই পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম, ভরসা করি ঈশ্বর ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা লোকের কয়েকটী অভাব মোচন হইবেক। হস্তী একটী বৃহৎ প্রাণী; ইহার বলবীর্য্যও অসাধারণ; এই

বৃহৎ প্রাণীকে বশীভূত করিয়া ইহা দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। এই বন্য জন্তু মানব বুদ্ধির প্রভাবে, আজকাল গৃহ পালিত পশু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এবং অনেক সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তির দ্বারে আবদ্ধ হইয়া অট্টালিকা নিকেতনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই প্রাণীকে গৃহে রাখিতে হইলে ইহার পালন, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাদি আবশ্যক। এই বৃহৎ প্রাণী মনুষ্যের উপকারী। দুষ্প্রাপ্য বিধায় মূল্যবান। হস্তী পালক দিগের এই প্রাণীর রোগ সমূহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বহুমূল্য হেতু, ইহার সামান্য রোগ সমূহও বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসাদি করা আবশ্যক। পাহাড়, জঙ্গলে হস্তীর রোগ অনুভূত হওয়া মাত্র নানা প্রকার গাছড়া ঔষধ খাইয়া রোগ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু এতদ্দেশে এইসকল ঔষধ দুষ্প্রাপ্য। অথবা সহজ লভ্য হইলেও, অধীনতা প্রযুক্ত ইচ্ছা মত ঔষধ সংগ্রহ করিয়া খাইতে সমর্থ হয় না। অতএব গৃহ পালিত হস্তীর রোগ চিকিৎসা তৎপ্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই মূল্যবান প্রাণীর রোগ চিকিৎসা প্রায় কেহই সম্যকরূপে অবগত নহে। যে সমস্ত হস্তী চিকিৎসক দেখা যায় তন্মধ্যে কেহ ২।৪ টা, কেহ বা অপর ২।৪ টা রোগের চিকিৎসা করিতে জানে মাত্র। এরূপ কোনও চিকিৎসা গ্রন্থ প্রকাশিত নাই যে; তদ্দ্বারা অনায়াসে হস্তীর চিকিৎসাদি করা যাইতে পারে। হস্তী সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ ইহার জন্ম স্থান, ধৃত প্রণালী, দোষ-গুণ' রোগোৎপত্তি কারণ, তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা ইত্যাদি অভাব দূরীকরণার্থ বিশেষ যত্নের সহিত সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী, চিকিৎসা শাস্ত্র সংকলন পূর্ব্বক এবং যাহা যাহা অন্যান্য হস্তী চিকিৎসক দিগের নিকট অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করতঃ এই হস্তীতত্ত্ব নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। সর্ব্বত্রই যে এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবেক, ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এখন ইহা দ্বারা লোকের কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকার হইলেও শ্রম ও চেষ্টা সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

পীরপাছা।
মন্থনা বড় তরফ।
(রংপুর)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ শর্ম্মা রায় চৌধুরী।

সূচী পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
হস্তীর উৎপত্তি	১
হস্তীর জন্ম স্থান	২
হস্তীর বাসস্থান	৩
হস্তীর জাতি প্রভেদ	৩
দেশ ভেদে হস্তীর আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ ভেদ	১১
বন্য হস্তী কর্ত্তৃক মনুষ্যের উপদ্রব নিবারণের উপায়	১৬
হস্তীর উপকারীতা	১৭
হস্তী ধৃত কারীর বৃত্তান্ত	১৮
হস্তী ধৃত করিবার স্থান নিরূপণ	১৮
হস্তী ধৃত করিবার বিবিধ উপায়	২০
গড় প্রস্তুতের প্রণালী	২১
বিবিধ প্রকার হস্তী ধৃত করিবার আয় ব্যয়	২৯
তিনটী কুমকী দ্বারায় একটী ফাঁদী শিকারের আয় ব্যয়ের হিসাব	৩১
স্বাধীন হস্তী ধৃতকারী কুমকী হস্তীর শিক্ষা বিবরণ	৩২
নবধৃত হস্তীর শিক্ষা বিবরণ	৩৪
নবধৃত হস্তী সম্বন্ধে বিশেষ মতামত	৩৯
হস্তীর সুলক্ষণ কুলক্ষণ এবং দোষ গুণ নিরূপণ	৪০
হস্তীর বয়স এবং সুশ্রী ও কুশ্রী নিরূপণ	৫২
হস্তীর অবয়বের দোষ গুণ নির্ণয়	৫৪
হস্তী ক্রয় বিক্রয়	৫৬
হস্তীর মূল্য নির্দ্ধারণ	৫৬
হস্তী আরোহণের সুবিধা	৫৮
হস্তীতে আরোহণ প্রণালী	৬০
হস্তী সম্বন্ধে দুইটী গল্প	৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা।
হস্তীর আরোহী নির্ণয়	৬১
হস্তী আরোহণের দোষ গুণ এবং আবশ্যকতা	৬২
দেশ ভেদে হস্তীর আবশ্যকতা এবং তাহার আদর ব্যবহার	৬৩
পালীত হস্তীর ব.সন্থান	৬৪
হস্তীর সাহায্যে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু শীকারের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬৫
উপযুক্ত মাহুত নির্ণয় এবং তাহার শিক্ষা প্রণালী	৬৯
হস্তী চালানের অস্ত্র ও আঘাতের স্থান এবং হাওদা কসার নিয়ম	৭৪
ভারত বর্ষের গজ মহাল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মতামত	৭৫
গবর্ণমেণ্টের খেদা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৭৬
হস্তীর মৃত্যু বৃত্তান্ত	৭৭

হস্তীর চিকিৎসা।

চক্ষু রোগ (ছানী)	৭৯
চক্ষুর জল ঝড়া	৮৬
মাথা গড় ব্যাধি	৮৮
মস্তাই অথবা মত্ততা রোগ	৮৩
দূর্ব্বলতা	৯২
স্বাভাবিক পুষ্টি বৃদ্ধির চিকিৎসা	৯৭
অগ্নি মান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ	৯৯
মাটী খাইয়া পেট ফাঁপা রোগ	১০২
পেটের বেদনা	১০৬
কোষ্ট বদ্ধ ব্যাধি	১০৭
মিট্ কোরা অর্থাৎ মাটী খাওয়া ব্যাধি	১০৯
বাও ঠেকা অর্থাৎ হঠাৎ পেটে বেদনা	১১৫
চৌরঙ্গ ব্যাধি	১১৭

হস্তী তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

হস্তীর উৎপত্তি।

মহাভারতে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করতঃ বাসুকীকে তাহার মন্থনরজ্জু করিয়া দেবতা ও অসুরগণ যখন সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ সমুদ্র মন্থন সাহায্যে লক্ষী দেবী, ধন্বন্তরী, অমৃত, সুরভী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা লব্ধ হয়। ঐ ঐরাবত হইতেই হস্তী জাতির উৎপত্তি।

সাধারণের বিশ্বাস যে, লোকালয়ে বা তন্নিকটস্থ স্থানে, কিম্বা জঙ্গলে হস্তীগণের সঙ্গম হয় না; যদি হইত, তবে একত্রে হস্তী ও হস্তিনী সচরাচর বিচরণ করিতেছে, অথচ অন্যান্য জন্তুর মত সঙ্গম হইতে দেখা যায় না। ইহার উত্তর এই যে অন্যান্য পশুদিগের কেবল স্ত্রী ঋতু হইলেই তৎক্ষণাৎ পুরুষের মত্ততা জন্মে, হস্তীর সেরূপ নহে। হস্তীর মত্ততা ও হস্তিনীর ঋতু যুগপৎ উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। উহা প্রায়ই ঘটনা হয় না বলিয়া, সচরাচর হস্তী সঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায় না। হঠাৎ হস্তীর মত্ততা ও হস্তিনীর ঋতু এক সময়ে উপস্থিত হইলে, জঙ্গলে, পর্ব্বতের সমতল ক্ষেত্রে, লোকালয়ে, এমন কি মনুষ্যের সম্মুখে; হস্তী সঙ্গম দেখা গিয়া থাকে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজাগণ, কৌতূহল পরবশ হইয়া হস্তীর সঙ্গম,

প্রসব ও যুদ্ধ দেখিয়া থাকেন। গো, মহিষাদির ন্যায় ইহারাও সঙ্গম করিয়া থাকে। নদী বা অন্যপ্রকার জলাশয় ও আড়ালে; মনুষ্যের মত সঙ্গম করা এবং আটারমাস গর্ভ ধারণ করা যাঁহাদের বিশ্বাস তাহা ভ্রান্তি মূলক। হস্তী ২ বৎসর গর্ভ ধারণান্তর প্রসব করে, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। হস্তীর প্রসবক্রিয়া অন্যান্য জন্তুর ন্যায়, তাহাতে কোন প্রভেদ নাই। নবপ্রসূত হস্তীশাবকের বর্ণ সাধারণতঃ বেগুণে রং, কিন্তু ক্রমে বয়োধিক হইয়া কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। নবপ্রসূত করীশাবক জন্ম হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে। অনেকে বলেন হস্তীশাবক শুণ্ড দ্বারায় মাতৃ স্তন হইতে দুগ্ধ চুষিয়া লইয়া পান করে, অথবা দুগ্ধ পানে অক্ষম হইলে মাতা নিজে শুণ্ড দ্বারার নিজে স্তন চুষিয়া লইয়া শাবকের মুখে ঢালিয়া দেয়, এরূপ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক। করীশিশু মাতৃস্তনপানকালীন ক্ষুদ্র শুঁড়টী উত্তোলন করিয়া মুখ দিয়া অন্যান্য জন্তুর ন্যায় দুগ্ধ পান করে। ৬ মাস গত হইলে ইহার মাড়ির দন্ত উটিতে থাকে, এবং তৎসময় হইতে তৃণ ও কোমল বস্তু আহার করিতে শিখে। ঐ মাড়ির দন্ত উদ্ভব হইয়া ৬ মাস পর্য্যন্ত দৃঢ় থাকে, ১ বৎসরের শেষে ঐ দন্ত পড়িয়া নূতন দন্ত বাহির হয়। ঐ দন্তগুলি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত থাকে, এই সময়ে অর্থাৎ প্রথম বৎসরান্তে ইহাদিগের সম্মুখস্থ দন্তদ্বয় বহির্গত হইতে আরম্ভ হইয়া আজীবন সুদৃঢ় থাকে। দন্তাল, মাখনা ও মাদী হস্তী প্রভেদে এই দন্তের তারতম্য হয়। এই সমস্ত বিষয় হস্তীর লক্ষণালক্ষণ বর্ণনাস্থলে বিশেষরূপে বর্ণিত হইল।

হস্তীর জন্মস্থান।

হস্তীর জন্মস্থান নিবীড় উপত্যকার সমতল ক্ষেত্রে। হস্তীশাবক মাতার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে। মাতা হিংস্র জন্তুর আশঙ্কার জন্য সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া, অতি যত্নে ও সাবধানে বাচ্ছাকে রক্ষা করে। এবং ক্রমে ক্রমে কোমল অথচ ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি আহার করিতে শিখায়। জগদীশ্বরপ্রদ বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে, ইহারা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পার্ব্বতীয় বিশেষ ঔষধাদি

বিশিষ্ট ঝরণাস্থানের নিকট বাস করিয়া থাকে। বোধ হয় চন্দ্রের গতিভেদে হাতীর শারিরীক অবস্থার তারতম্য হয় কারণে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে যেখানে প্রায় সর্ব্বপ্রকার পশুপক্ষীস্বাস্থ্যকর 'লুণমাটী' (লবণাক্ত মৃত্তিকা বিশেষ) আছে; তথায় দলবদ্ধ হওতঃ উপস্থিত হইয়া 'লুণমাটী' খাইয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

হস্তীর বাসস্থান।

হস্তী সচরাচর পার্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করে। ইহার কারণ এই যে পার্ব্বতীয় স্থান শীতল ও নানাবিধ রোগোপশমক স্বাস্থ্যকর আহার্য্যপ্রদ। এবং মনুষ্য জনিত সকলপ্রকার ভয় হইতে নিরাপদ। ইহারা সময়ে সময়ে নিবিড় জঙ্গল হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া তৎপ্রান্তবর্ত্তি অর্দ্ধক্রোশের মধ্যস্থিত গ্রাম সমূহে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের শ্রমোৎপাদিত শস্যাদি ভক্ষণ করে। হস্তী আফ্রিকার কোন কোন দেশে ও ভারতবর্ষে, লঙ্কাদ্বীপে, ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ঋতুভেদে স্থান পরিবর্ত্তন করে, অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিয়া তন্নিকটস্থ নিবিড় জঙ্গলে নামিয়া আসে; শীতে সর্ব্বত্রই বিচরণ করে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া, শীতল প্রদেশে বাস করে। কিন্তু ইহার কারণ এই যে বর্ষায় পর্ব্বত পিচ্ছল হয়। তৎকালে নিচেই অনেক আহার্য্য মিলে; এবং গ্রীষ্মে ও বসন্তে নিচের জঙ্গল কোরাইতে থাকে, আর আহার মিলে না; এবং নামদানিতে অত্যন্ত গরম অনুভূত হওয়ায়, হস্তী সকল পর্ব্বতোপরি আরোহণ করে।

হস্তীর জাতি প্রভেদ।

হস্তী সাধারণত দুই জাতিভুক্ত। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি। পুংহস্তী তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, দন্তাল, গনেশ ও ও মাখনা।

১। সম্মুখে দুইটী বড় দন্ত থাকিলে তাহাকে দন্তাল বলে। ঐ দন্তাল হস্তী ছয় প্রকার, যথা পালঙ্গ দাঁতাল, ছুরত দাঁতাল, মুলা দাঁতাল, নল দাঁতাল, চোকমা দাঁতাল, আকাশ পাতাল দাঁতাল। যাহার ২টী দন্তই উন্নতাগ্র হইয়া পরস্পর সমভাগে সমবলে থাকে এবং বিলক্ষণ সুশ্রী ও অত্যন্ত মোটা হয়, এই জাতীয় দন্তবিশিষ্ট হস্তীকে পালঙ্গ দাঁতাল বলে। হস্তী মধ্যে ইহাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। রাজারা এই হাতীর দন্তদ্বয়ের উপর আসন পাতিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই জাতির দন্ত ৩।৪ ফুটের অধিক লম্বা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দন্ত প্রায়শই অধিক মোটা ও অধিকাংশ স্থান নিরেট হইয়া থাকে।

২। যে সকল হস্তীর দন্ত নিম্নমুখে মৃত্তিকার দিকে বহির্গত হয়, তাহাকে ছুরত দাঁতাল বলে। এই জাতীয় দন্তই সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা এবং মোটা হইয়া থাকে, এমন কি আগরতলার রাজধানীতে এই জাতীয় এইরূপ একটী বৃহৎ দন্ত আছে, যে তন্মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া একজন লোক হামাগুড়ি দিয়া অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। অনেকেই এসিয়াটিক মিউজিয়ামে (কলিকাতা যাদুঘরে) ৭টী বৃহৎ দন্ত দেখিয়া থাকিবেন, উহা ১৫।১৬ ফুটের কম লম্বা হইবেক না। এই জাতীয় দন্ত বৎসরের মধ্যে ৩।৪বার সুতীক্ষ্ণ করাত দিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়, নতুবা ঐ দন্ত ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া হস্তীর চলাচল বন্ধ করিতে পারে।

৩। যে হস্তীর দন্ত অধিক স্থূল হইয়া নির্গত হয়, কিন্তু সওয়া ফুট বা দেড় ফুটের অধিক লম্বা হয় না, তাহাকে চোক্‌মা দাঁতাল বলে। এইরূপ দন্ত উন্নতাগ্র ভিন্ন নিম্নগামী হইতে দেখা যায় না।

৪। যে হস্তীর দাঁত ২।৩ ফুট লম্বা হইয়া মূলার মত নিম্নদিকে বহির্গত হয়, তাহাকে মূলা দাঁতাল বলে। এই জাতীয় হস্তী দন্তালের মধ্যে অধম।

৫। যে সকল হস্তীর দন্ত অতিশয় সরু অথচ লম্বা হয় তাহাকে নল দাঁতাল বলে।

৬। যে হস্তীর একটী দাঁত উর্দ্ধমুখে ও অপরটী অধোমুখে বহির্গত হয়, এইরূপ দন্তকে আকাশ পাতাল বলে ও সেইরূপ দন্তবিশিষ্ট হস্তীকে আকাশ পাতাল দাঁতাল কহে। এইরূপ হস্তী অত্যন্ত কুলক্ষণাক্রান্ত ও অশুভপ্রদ

হয়। উপরোক্ত প্রকারের দাঁত ভিন্ন হস্তীর অন্য একপ্রকার দাঁত আছে, তাহাতে ঘন ঘন গাঁটের ন্যায় দন্তে বরাবর থাক্ থাক্ চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। ইহার প্রচলিত কোন নাম থাকিলেও গাঁইটা দাঁতাল বলা যাইতে পারে।

যে হাতীর একটীমাত্র দন্ত দক্ষিণপার্শ্বে থাকে তাহাকে গণেশ দাঁতাল বলে, গণেশ দাঁতাল অতি বিরল, দুর্ম্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য, তজ্জন্য বিশেষ আদরণীয়। এই হস্তী সর্ব্বপ্রকার হস্তী মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শুভপ্রদ। এই হস্তী যাহার বাড়ীতে থাকে উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রবাদ আছে, গণেশ দাঁতালকে পূর্ব্বতন রাজারা 'পাট হস্তী' রূপে বিশেষ যত্ন ও ভক্তি সহকারে প্রতিপালন ও প্রতিদিন দেবতাদির ন্যায় অর্চ্চনা করিতেন। বামপার্শ্বস্থ একদন্তবিশিষ্ট হস্তীকেও কেহ কেহ গণেশ বলিয়া থাকেন; কিন্তু শাস্ত্রোক্তমতে তাহাকে গণেশ বলা যাইতে পারে না। উহাকে একদন্তা হস্তী বলাই সঙ্গত। উহা তত শুভপ্রদ নহে।

যে পুরুষ হস্তীর সম্মুখে দন্ত থাকে না বা হস্তিনীর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র দন্ত নির্গত হয়, তাহাদিগকে মাখনা হস্তী বলে। অনেকেই মাখনা হস্তীকে ক্লীব মনে করেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। মাখনা হস্তীর সঙ্গমেও হস্তিশাবক জন্মিয়া থাকে। যেরূপ অনেকেরই গো মেষাদি পশুর মধ্যে 'মেলা,' অর্থাৎ শৃঙ্গ বিহিন পশু দৃষ্ট হয়, অথচ তাহারা ক্লীব নহে, তদ্রূপ মাখনা হস্তীরও বৃহৎ দন্ত হয় না বলিয়া ক্লীব বলা যাইতে পারে না। এই হস্তী অধিকাংশ খুনী ও দুষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু শীকারাদি কার্য্যে হস্তিনীও দাঁতাল হস্তী অপেক্ষা সচরাচর অধিক নির্ভয়, পটু, পরিশ্রমী ও অন্যান্য নানাপ্রকার আবশ্যকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। দাঁতাল হস্তী শতকরা ২৫টী শীকারী ও সাহসী হইতে দেখা যায়, কিন্তু মাখনা হস্তী ঐরূপ কার্য্যে শতকরা ৭৫টী উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। দাঁতাল হস্তী বৃক্ষাদি ভগ্নপূর্ব্বক লতা গুল্মাদি দন্ত হইতে ছাড়াইয়া যে সময় মধ্যে যাইতে পারে, মাখনা হস্তী জঙ্গলের মধ্য দিয়া ততদূর পথ উহার অর্দ্ধসময়ে যাইতে সক্ষম হয়। কারণ মাখনা হস্তীর দন্ত না থাকায় লতা গুল্মাদিতে গমনকালে উহার গতিরোধ করিতে পারে না, এই জন্যই ফাঁসী শীকার দ্বারা হস্তী ধরিবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মাখনাই,

দাঁতাল বা মাদী হস্তী অপেক্ষা কার্য্যোপোযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ জঙ্গলি হস্তীকে ধৃত করিবার জন্য ধাবিত হইলে লতা গুল্মাদি দ্বারায় লজ্জিত হইয়া তাহাকে পশ্চাৎ পড়িয়া থাকিতে হয় না। মাখনা হস্তীর দন্ত নাই বলিয়া দেখিতে তত সুশ্রী হয় না, এজন্য দন্তাল হস্তী অপেক্ষাও উহার মূল্য অনেক কমই হইয়া থাকে, এম কি অনেক সময়ে মাদী হস্তীর তুল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়; তবে হস্তী ধৃতকারীগণ, কোন বিশেষ গুণযুক্ত মাখনা পাইলে, কখন কখন দাঁতালের তুল্য অথবা তদাপেক্ষা অধিক মূল্যেও মাখনা হস্তী বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ মূল্যে কেহ হস্তীর গুণনিচয়ের পুরস্কার ভিন্ন প্রকৃত মূল্য বলা যাইতে পারে না।

স্ত্রীহস্তী দুই প্রকার। যাহার বাচ্ছা হয় নাই, তাহাকে মেয়ানী বা সারিন্ কহে। আর যাহার বাচ্ছা হইয়াছে, তাহাকে চুই বা বাচ্চাদার কহে। ভোজরাজা কৃত গড়ুর নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ২০৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, হস্তী অষ্ট প্রকার যথা—

(ক) ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামণঃ কুমুদোঽঞ্জন।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমাঃ সুপ্রতিকশ্চদিগ গজাঃ॥
এষাং বংশ প্রসূতত্বাৎ গজানামষ্টজাতয়ঃ।

(খ) যে কুঞ্জরা পাণ্ডুরা সর্ব্বদেহা সুদীর্ঘদন্তাঃ সিতপুষ্পদন্তাঃ,
অলোমসা অল্পভুজো বলাঢ্যামহাপ্রমাণ লঘুপুষ্টলিঙ্গা।
ক্রুদ্ধাসমিকে মৃদবোঽন্য কালেলঘু স্বল্পপানাবহুলোগ্রদানাঃ।
বিস্তীর্ণদানাস্তনুলোম পুচ্ছা ঐরাবতস্যাভিজনপ্রসূতাঃ।
তেষেব সর্ব্বেষু বিশুদ্ধবর্ণা অতীবয়ত্তাঃ প্রভবন্তি মুক্তাঃ।
নাম্নেন পুণ্যেন মহীপতীনাং স্পর্শন্তি ভূমণ্ডল মধমেতে।
দন্তাবিভগ্নাঅপি যুদ্ধারঙ্গে পুনঃপ্ররোহন্তিপুরৈব তেষাং।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে সকল হস্তীর সর্ব্বশরীর পিঙ্গল বা পাণ্ডুরবর্ণ এবং সুন্দর অথচ গুরুপুষ্পের ন্যায় শুভ্র ও দীর্ঘ দন্ত। লোম রহিত অল্প খর্ব্ব ভুজ-

বিশিষ্ট আর বলবান ও অত্যুচ্চ শরীর ও লেজ লোমযুক্ত উগ্রস্বভাব, ক্রোধী, যাহার লিঙ্গ লঘু ও পুচ্ছ প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল বহুভুজি স্বল্প জলপায়ী ও বিশুদ্ধ বর্ণ তাহাকে ঐরাবত বলে। এই গজ শাসনকালে রাগ প্রকাশ করে, কিন্তু অন্য সময় মৃদুস্বভাবী। ইহারা যুদ্ধাদিতে আনন্দের সহিত গাত্র মর্দ্দন করে। এবং সামান্য পুণ্যাত্মার অধীন হইতে ইচ্ছা করে না।

যে কুঞ্জরাঃ কোমল সর্ব্বদেহাঃ পুচ্ছান দন্তাঃ খরগণ্ডদেশাঃ।
শ্রবন্মদাঃ সন্ততরোব ভাজোঽমপ্রিয়াঃ সর্ব্বভুজোবলাঢ্যাঃ॥
স্বতীক্ষ্ণদন্তারসনা গজানাং তে পুণ্ডরীক প্রবরপ্রসূতাঃ।
তে পদ্মগন্ধং বিসৃজন্তিং রেতোদানঞ্চ নৈষাং বমথুঃ প্রভূতাঃ॥
নতোয়পানেঽভ্যধিকাস্পৃহাচ শ্রমেঽপি নৈতে বলমুৎসৃজন্তি।
অমীতুযেষাং নিবসন্তি রাজ্ঞাং তেবৈ সমস্তক্ষিতিশাসনাহাঃ।

অর্থাৎ, যে সকল হস্তীর সমস্ত দেহ, লেজ ও দন্ত কোমল, গণ্ডদেশ গর্দ্দভের ন্যায়। গীত, বিবাদ, গল্প শ্রবণে সন্তোষ, সতত রোষযুক্ত, দেবতাপ্রিয়, সবল চরণ চতুষ্টয়, শোভিত তীক্ষ্ণদন্ত ও জিহ্বাবিশিষ্ট এবং যাহার শরীরের গন্ধ পদ্মের ন্যায়, স্বল্পজলপায়ী, শ্রমশীল, আর অধিক মল মূত্র রেচক হয়, তাহারা পুণ্ডরীক গজের বংশজাত। এই হস্তী যিনি পালেন তিনি রাজা হন।

যে কুঞ্জরাঃ কর্কশসর্ব্বদেহাঃ
কদাপি মাদ্যন্তি গমনোম্মাদশ্চ।
আহার যোগাৎ বলবীর্য্য ভাজো
নাত্যম্বুকামা বহুলোমগণ্ডাঃ।
বিরূপ দন্তাস্তনুপুচ্ছকর্ণা
জ্ঞেয়া বুধৈর্ব্বামনবংশজাতাঃ।

যে হস্তীর দেহ খর্ব্ব ও কঠিন, যে সর্ব্বদা রাগী, বহ্বাহারী, বলবীর্য্যবান, স্বল্পজলপায়ী, গণ্ডদেশ অধিক লোমযুক্ত ও যাহার দন্ত, শরীর, পুচ্ছ, কর্ণ, কুৎসিত, পণ্ডিতেরা তাহাকে বামণ গজ কহে।

যে দীর্ঘ দেহা স্তনুর্দীর্ঘ শুণ্ডাঃ
কুদন্তভাজো মলপূর্ণদেহাঃ।
স্থবিস্ট গণ্ডাঃ কলহপ্রিয়াশ্চ
তে কুঞ্জরাঃ স্যুঃ কুমুদস্য বংশাঃ।
অন্য দ্বিপান্ দর্শন মাত্রতস্তু নিঘ্নন্তি
তে দুর্গমনাশ্চ পুং সাং।

অর্থাৎ, যে সকল গজের শরীর ও শুণ্ড দীর্ঘ, দন্ত বিশ্রী, মলপূর্ণ গাত্র, পুষ্ট গণ্ড, যে কলহপ্রিয় দেশ দেশান্তর দর্শনেচ্ছু, দুর্গাদিনাশকরণশীল ও পুরুষের মনক্লেশপ্রদ, সেই কুমুদবংশ সম্ভূত।

যে স্নিগ্ধ দেহাঃ সলিলাভিলাষা
মহাপ্রমাণাঃ স্তনু শুণ্ড দন্তাঃ।
স্থবিস্ট দন্তাঃ শ্রমদুঃ সহাশ্চ
তে কুঞ্জরাশ্চাঞ্জন বংশজাতা।

অর্থাৎ, যে সকল হস্তীর শরীর স্নিগ্ধ ও উচ্চ, লেজ দীর্ঘ, দন্ত কঠিন ও স্থূল, এবং যে জল প্রিয়, শ্রম সহিষ্ণু, সেই অঞ্জন বংশজাত।

রেতশ্চ দানশ্চ স্রজন্তি শশ্ব
দাস্নুপদেশ প্রভবন্তি যেতু।
তে পুষ্পদন্তাভিজন প্রসূতা মহা
জবাস্তে তনুপুচ্ছ ভাগাঃ।

অর্থাৎ, যে সকল হস্তী বাসস্থানে মল মূত্র ত্যাগের বাসনা করে, এবং শরীরের পশ্চাৎ ভাগ মহাবল যুক্ত তাহারাই পুষ্প দন্ত বংশজাত।

সুদীর্ঘ দন্তা বহু লোম ভাজো
মহা প্রমাণাশ্চ সুকর্ক শাঙ্গা ঃ।
ভ্রাম্যন্তি নাধ্ব ভ্রমনাভি যোগা
নাহার পাদা দিযু চাভি শক্তি ঃ॥

মরু প্রদেশে বিচরন্তিতে বৈ
মুক্তা ফলনা মিহ জন্ম মধ্যে।
মহা শরীবাতি সুকর্ক সাঙ্গা
নারিষ্ট দন্তা মৃহু শুক্লদন্তা ঃ॥

মহাশনা ক্ষণে পুরীষ মুত্র বিস্তীর্ণ
কর্ণা স্তনু রোম গণ্ডাঃ॥
তে সার্ব্বভৌমাভিজন প্রসূতা
বিশুদ্ধ মুক্তাঃ প্রভবন্তি চৈষু॥

অর্থাৎ যে সকল হস্তীর শরীর লোমশ, উচ্চ বৃহৎ সুকঠিন, ভোজন ও জলপানে ক্ষমতা কম এবং যে মুখ ভ্রমণে ও দ্রুত গমনে পারদর্শী, মরুপ্রদেশে ভ্রমণেচ্ছুক, আজন্ম বিশুদ্ধ মুক্তাবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ ক্ষুদ্র দন্ত যুক্ত, বহু ভ্রমণ বাঞ্ছিত, অল্প মলমূত্র ত্যাগী, আর যাহার কর্ণ বিস্তীর্ণ, গণ্ডস্থলে অধিক লোম, তাহাকে সার্ব্বভৌম গজ জাত বলে।

যে দীর্ঘ শুণ্ডাঃ সুবিভক্ত দেহা
মহা জবাঃ ক্রোধ পরীত কাশ্চ।
বিশুদ্ধ কর্ণা স্তনু পুচ্ছ দন্তাঃ
সদাশনাশ্চৈব বশ্যা প্রিয়াশ্চ।
প্রবৃদ্ধগণ্ডা স্তনু লোম যুক্তাঃ
তে সুপ্রতিক প্রবর প্রসুতাঃ।

মহা প্রমাণান্বিত মৌক্তি কাণি
ভবন্তি চৈতন্নি জগাদ কাপ্যঃ ॥

যে সকল হস্তীর শরীর উচ্চ, স্ফীত, সুগঠিত ও কোমল, দীর্ঘ শুণ্ড, বিশুদ্ধ কর্ণ, শুক্ল পুষ্পের ন্যায় দন্ত এবং ক্রোধী ভোজনে বহু তেজস্বী শরীর ও গণ্ডদেশ লোম যুক্ত অধিক প্রমাণ মুক্তা বিশিষ্ট সেই সুপ্রতিকের বংশ জাত।

একজাতি সমুৎপন্নো গজঃ শুদ্ধা ইতি স্মৃতঃ।
লক্ষণঞ্চ যথা প্রোক্তং শুদ্ধেঞ্চ তত্র দৃশ্যতে ॥

শুদ্ধ দ্বিজাতি সম্ভূত সুলক্ষণ সমন্বিত।
জারজোনাম বিখ্যাতো যথা স্বং বলবীর্য্যবান্ ॥

দ্বিজাতিদ্বয় জাতোয়ঃ স শূর ইতি কথ্যতে।
দ্বিজাতিজারজোৎপন্নো দুর্দ্দান্ত ইতি কথ্যতে ॥

এবং সংযোগ ভেদেন গজ জাতি রণেকদা।
তাং যো জানাতি তত্ত্বেন সরাজ্ঞঃ পাত্রমর্হতি ॥

ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তেষাং ভেদ চতুর্বিধঃ।
বিশালাক্ষা পবিত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ স্বল্পভোজিনঃ ॥
সুরা বিশালা বহ্বাশাঃ ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ, হস্তীর চারিপ্রকার ভেদ করিয়াছেন, তাহাদের নাম ও স্বভাব, যথা ব্রাহ্মণজাতীয় স্বল্পভোজী, ক্ষত্রিয় জাতীয় ক্রোধী, বৈশ্য জাতিয় পবিত্র ও শূদ্র জাতিয় শিথিল ও বহ্বাশীল। এতদ্ভিন্ন দুই জাতীয় হস্তী সম্ভূত লক্ষণ সমন্বিত যে গজ, সে শুদ্ধ, কিন্তু জারজ নামে বিখ্যাত এবং বল বীর্য্যশালী।

হস্তি ও হস্তিনী উভয়ে জারজ হইলে তাহার সঙ্গমে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে যোদ্ধা বলিয়া কথিত আছে। এই যোদ্ধা বংশীয় হাতী অত্যন্ত উগ্র স্বভাব

বিশিষ্ট। এইরূপ সংযোগ ভেদ দ্বারা গজজাতি অসংখ্য। ইহার তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি রাজপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

দেশভেদে হস্তির আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদ।

আমাদিগের দেশে যে সকল হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় তদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার হস্তী আছে, হস্তীর অবয়বে ও বর্ণের তারতম্যানুসারে এই প্রকার অনেক ভেদ লক্ষিত হয়। হিমালয় পর্ব্বতের অনেকস্থানে নানা অবয়ব নানাবর্ণের হস্তী জন্মিয়া থাকে; তন্মধ্যে ভোটান পাহাড়ে যে সমস্ত হস্তী জন্মে তাহারা খর্ব্বাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অন্যান্য পাহাড়ের হস্তীর রং যে রূপ কাল দেখা যায় ইহাদের রং তত উজ্জ্বল নহে। ঈষৎ ধূসর অর্থাৎ শুভ্রবর্ণে ময়লাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। এই পর্ব্বতে হস্তীর যে রূপ আকৃতি, বল ও বিক্রম তদপেক্ষা অধিক। ভোটান পাহাড়ে হস্তী প্রায় কুৎসিত ও খুনিয়া এবং দুর্দ্দণ্ড হইতেও দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত পাহাড়ে বাসী লোকেদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতি সঙ্গে ইহাদের অনেক সামঞ্জস্য আছে। কারণ এই যে ভোটান পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ ও বৃহৎ, এই পাহাড়ে সর্ব্বদা যে সকল জীব জন্তু চলাচল করিয়া থাকে তাহাদিগকে উচ্চ পাহাড়ে ভ্রমণ জনিত অধিকতর শ্রম ভোগ করায় উচিত পরিমাণে শরীর বৃদ্ধি না হইয়া খর্ব্বাকৃতি হয়। অথচ পরিশ্রম জন্য বলশালী হয়। ভূটিয়া ঘোঁড়া, যে রূপ আকৃতি খর্ব্ব কিন্তু বেশ বলবান ও পরিশ্রমী, হস্তীও তদনুরূপ জন্মেছে, খর্ব্বাকার অথচ পরিশ্রমী ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ভোটান পাহাড়ের হস্তী ৭। ৮ ফুটের অধিক উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে শতকরা ৫। ৭টী, ৯ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদিগের পা সম্ভবত খাট হয়। প্রায় সমস্তরই পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বক্র অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অস্থি অতিশয় উচ্চ জন্য কুব্জের ন্যায় দেখায়। খর্ব্ব, বামনাকার খাট মনুষ্যকে যে রূপ দেখা যায় ভোটান পাহাড়ের হস্তীর চেহারা তদ্রূপ। ঐ পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণ হস্তী জন্মিয়া

থাকে। স্বাধীন ভোটানের কোন কোন স্থানে কখন কখন কোন শীকারী হস্তী ধরিবার আদেশ পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বিশেষ দরবার সাপেক্ষ। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত স্থানেও বহুতর হস্তী বাস করে। এবং তথায় প্রায় প্রতি বৎসর ফাঁশী শীকার দ্বারা হস্তী ধৃত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। নেপাল পাহাড়ে অল্প পরিমাণে হস্তী জন্মে, ঐ হস্তীর আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ প্রায় ভুটিয়া হস্তীর অনুরূপ, ঐ পাহাড়ে হস্তীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নেপালের মহারাজ অন্যান্য স্থান হইতে হস্তী ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজ রাজ্যস্থ পাহাড় মধ্যে ছাড়িয়া দেন। নেপাল রাজ্যে অন্য কাহারও হস্তী ধরিবার ক্ষমতা নাই। আসামবিভাগের নানাস্থানে বহুতর হস্তী বাস করে। এবং অনেক স্থানে নানাবিধ উপায়ে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। গারো-হিলে অন্যান্য পর্ব্বতাপেক্ষা হস্তী সংখ্যা অধিকতর দৃষ্ট হয়। এবং ঐ সকল পাহাড়ের হস্তীগুলি অধিকাংশই সুশ্রী এবং বৃহদাকারের হইয়া থাকে। উহার মূল কারণ এই যে, অন্যান্য পর্ব্বতাপেক্ষা গারোহিলে বাস করিবার জন্য অনেক সমতল ভূমি আছে। ঐ পাহাড়টী অন্যান্য পর্ব্বতাপেক্ষা অল্প উচ্চ এবং ঐ স্থানে হস্তীর আহারোপযোগী অনেক দ্রব্য আছে বলিয়াই বহুতর হস্তী বাস করে। অধিক পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায় জন্যই হস্তী অধিকতর বলবান ও বৃহদাকার হইয়া থাকে। এই পাহাড়ে প্রায়ই ৮।৯।১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তী দৃষ্টিগোচর হয়, কখন কখন ১২।১৩ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তীও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের বর্ণ উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং নীলাভাযুক্ত, মধ্যে মধ্যে বেগুনিয়া রঙ্গেরও ২।৪টী হস্তী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গারোহিলের হস্তী স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি বলবান ও কর্ম্মঠ। এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেরই উপযোগী হইয়া থাকে। গারোহিলে ২।১টী শ্বেত হস্তীও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বিরল। গারোহিলে হস্তী ধৃত করিবার যে রূপ সুবিধা এরূপ আর কুত্রাপি নাই। এখানে প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে খেদা হইয়া ন্যূনকল্পে ৪।৫ শত পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া থাকে এবং পরতলা ফাঁশী শীকার দ্বারাও বহুতর হস্তী ধৃত হয়। গারোহিলে লক্ষ্মীপুরের রাজার তরফ হইতে এবং নলডাঙ্গার জমিদার মহোদয়গণর কড়াইবাড়ী এলাকাস্থ

পার্ব্বতীয় স্থানে এবং স্বসঙ্গের মহারাজের এলাকাস্থ পার্ব্বতীয় স্থানে বহুতর হাতী ধৃত হইয়া থাকে। এবং গারোহিলে একপ হস্তী ধৃত হওয়া দেখা গিয়াছে তাহার মূল্য পশ্চিম ও দক্ষিণাত্যপ্রদেশে ১৫।২৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, বিজ্‌নী, শিলঙ্গ, নওগাঁ, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, তেজপুর, রংপুর, জোরহাট, শিবসাগর, ডেব্রুগড়, কাছাড় ও শ্রীহট্টের কতকাংশ স্থানেও বহুতর হস্তী বাস করে। তন্মধ্যে ছিলট, কাছাড়, নওগাঁ, এই কয় স্থানে কোট, পরতলা ও ফাঁশী শীকার দ্বারা হস্তী ধৃত করার নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত উপরোক্ত স্থান সকলে কেবল মাত্র ফাঁশী শীকার দ্বারা হস্তী ধৃত হয়। ঐ সকল পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, মনুষ্য গমনাগমনের অসুবিধাপ্রযুক্ত কোট হইতে পারে না। কেবল ফাঁশী শীকার দ্বারায় অল্প পরিমাণে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। তেজপুর, শিব-সাগর, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, ডেব্রুগড়, এই সকলস্থানে পার্ব্বতীয়বাসিন্দারা গর্ত্ত করিয়া একরূপ উপায় দ্বারাও হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ধৃত করার নিয়ম ততদূর প্রশস্ত ও সন্তোষজনক নহে। ঐ সকল হস্তীর আকার, অবয়ব ও প্রকৃতি এবং বর্ণ প্রায়ই গারোহিলের হস্তীর সদৃশ্য। কাছাড়ের হস্তী গারোহিলের হস্তী অপেক্ষা অধিকতর ক্রোধী দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ছিলেটের অন্তর্গত পার্ব্বতীয় স্থানের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও বৃহৎ হয়, ইহাদিগের মধ্যে বার আনা পরিমাণ হস্তীই সুশ্রী ও বৃহদাকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের বর্ণ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং নীলাভাযুক্ত কিন্তু ছিলেটে আজ্‌ কাল হস্তীর সংখ্যা অতি অল্প হইয়া দাঁড়া-ইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ছিলেটে হস্তী থাকিবার স্থান অতি অল্প তজ্জন্য হস্তীর সংখ্যা ও কম। বিশেষতঃ প্রতি বৎসরে কোট করিয়া ঐ স্থানীয় লোকেরা বহুতর হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। এখানে প্রতি বৎসর বড় বেশী ৫০।৬০টী হস্তীর অধিক ধৃত হওয়া শুনা যায় নাই। ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরগড় নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে তাহাতেও মধ্যে মধ্যে ২।১টী হস্তী ফাঁশী শীকার দ্বারা ধৃত হয়, এরূপ শুনা যায়। কিন্তু ঐ স্থানে অতি অল্প পরি-মাণে হস্তী আছে। যে২।১টী ধৃত হয় তাহা প্রায়ই সুশ্রী। মণিপুর পাহাড়েও হস্তী আছে কিন্তু তথায় হস্তী ধরিবার নিয়ম না থাকায় কেহ ধরিতে সক্ষম

হয় না। এই জন্যই এ অঞ্চলে মণিপুরী হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম, পানিসাগর এবং ত্রিপুরার রাজার এলাকাস্থ উর্দ্ধবসাগর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় স্থানে বহুতর হস্তী কোট দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের পাহাড়ের হস্তীর সংখ্যা তত বেশী নহে। এবং এই পাহাড়টী অতিশয় উচ্চ তজ্জন্য মনুষ্যের যাতায়াতের অসুবিধা বলিয়া অধিক হস্তী ধৃত হইতে পারে না। কিন্তু ত্রিপুরার এলাকাস্থ উর্দ্ধবসাগর প্রভৃতি স্থানে বহুতর হস্তী ধৃত হইয়া থাকে ইহাদিগের অবয়ব প্রভৃতি প্রায়ই ছিলেটের হস্তীর ন্যায়। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে পর্ব্বত সমূহে বহুতর হস্তী বাস করে। কিন্তু ঐ প্রদেশে হস্তী ধরিবার কোন সুবন্দোবস্ত কিম্বা ধৃত প্রণালী বিশেষরূপ জানা না থাকায় প্রায়শই হস্তী ধৃত হয় না, তবে কদাচিত কোন কোন স্থানে ১০।৫টী ধৃত হয়, এরূপ শুনা যায়। ঐ প্রদেশে মলয় পর্ব্বতে বহুতর হস্তী বাস করে। ইহারা অতিশয় বলবান এবং অত্যুচ্চ, কিন্তু অধিক পরিমাণ ধৃত করিবার উপায় নাই। নীলগিরি পর্ব্বতে হস্তী জন্মিয়া থাকে। বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতেও হস্তী পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র ও খর্ব্বাকৃতি। এই পর্ব্বতস্থ হস্তী ৬।৭ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদিগকে লোকে সাধারণতঃ গুজরাটী হস্তী বলিয়া থাকে। এ পাহাড়েও অতি অল্প পরিমাণে হাতী ধৃত হয়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হস্তী প্রায়ই উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া মাটিয়া রঙ্গের হইয়া থাকে। লঙ্কা দ্বীপে আডম্স্পিক ও কোটপকসি প্রভৃতি পর্ব্বতে বহুতর হস্তী বাস করে শুনা যায়। কিন্তু সেখানেও হস্তী ধরিবার কোনরূপ উপায় বা সুবন্দোবস্ত না থাকায় কখনও হস্তী ধৃত করা শুনা যায় না। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হস্তী বাস করে। কিন্তু সেই সকল স্থানে হস্তী ধৃত করার কোন উপায় না থাকায় ঐ স্থানে, সকলের নাম অপ্রকাশ আছে। ব্রহ্মদেশে বিস্তর হস্তী জন্মিয়া থাকে। ঐ স্থানের পর্ব্বত সমূহে অধিকাংশই শ্বেত হস্তী জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল শ্বেত হস্তী কাহারও ধরিবার অধিকার নাই। ঐ দেশের রাজার পাটহস্তী স্বরূপ একটী মাত্র শ্বেত হস্তী অতি যত্ন সহকারে পালন করেন। তাহারও একটীর অধিক ধৃত করিয়া রাখার নিয়ম নাই, পাটহস্তীর অভাব হইলে আর একটী এরূপ শ্বেতহস্তী রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী পালন করেন। এবং ঐ হস্তীকে

প্রতিদিন পূজা করা হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্বেতহস্তী অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃটিশবর্ম্মার অন্তর্গত রেঙ্গুন প্রদেশের পর্ব্বতে এবং শ্যাম রাজ্যের পর্ব্বত সমূহে বহুতর হস্তী বাস করিয়া থাকে। পৃথিবীর সমস্ত স্থানের হস্তী অপেক্ষা শ্যাম ও রেঙ্গুনের হস্তী অধিকাংশই সুশ্রী, বলবান ও বৃহদাকার হইয়া থাকে। এই সকল হস্তী দৃষ্ট মাত্রেই রেঙ্গুনি হস্তী বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাদিগের কপালের উপরিভাগ হইতে কুম্ভ পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশীয় হস্তীর ন্যায় না হইয়া ইহার ললাটদেশ স্বভাবতঃ অধিকতর নিম্ন অর্থাৎ খাল হইয়া কুম্ভের সহিত যোগ হয়। ইহারা শান্তপ্রকৃতি এবং হস্তী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। রেঙ্গুনি হস্তীর মধ্যে কদাচিত কুৎসিত দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুন ও শ্যামদেশের ফাঁশী শীকার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হস্তী ধরিবার নিয়ম নাই। শ্যাম ও রেঙ্গুন প্রভৃতি ব্রহ্মদেশে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত হস্তী আদি ব্যবহার হইয়া থাকে। ঐ দেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই ৩।৪টী করিয়া হস্তী থাকে। উহারা তদ্দ্বারা হালবহন ও পাহাড় হইতে বৃহৎ বৃহত শগুণ বৃক্ষ বাহির করিয়া লয়। রেঙ্গুনী হস্তী প্রায় ৮।৯ ফুটের ন্যূন উচ্চ দৃষ্টিগোচর হয় না। অধিকাংশ ৯।১০।১১।১২ ফুট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ব্যতীত আফ্রিকা খণ্ডেও হস্তী পাওয়া গিয়া থাকে। ঐ স্থানের হস্তীর অবয়ব প্রায়ই গণ্ডারের ন্যায়। মস্তক শরীর প্রমাণ ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ণ মস্তকের পরিমাণ অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহৎ। এবং এতদ্দেশীয় হস্তীর ন্যায় না হইয়া, বৃহৎ পদ্মপত্রের ন্যায় গোলাকার হইয়া মস্তকের উপরিভাগে উন্নত হইয়া থাকে। সমস্ত গাত্রে শিমুলের কাঁটার ন্যায় উচুনিচু অর্থাৎ অসমান দেখায়। এতদ্দেশীয় নরহস্তীরই কেবল বৃহৎ দন্ত বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু আফ্রিকা খণ্ডে নর ও মাদী উভয় প্রকার হস্তীরই বৃহৎ দন্ত বহির্গত হইয়া থাকে। এই সকল হস্তী স্বভাবতঃ ক্রোধী, মাহুতের নিকট প্রকৃতরূপ বশ্যতা স্বীকার করে না। এতদ্দেশীয় হস্তীর ন্যায় সচরাচর শিকার ইত্যাদি কার্য্যের উপযুক্ত হয় না। ইহারা ৮।৯ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। আফ্রিকাখণ্ডে অধিক হস্তী পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর কোট করিয়া অল্প পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। ইহারা কেবল বৃক্ষের ডাল ও শুষ্ক তৃণ আহার করিয়া থাকে। দানার পরিবর্ত্তে কেবল

রুটী খায়। জলীয় ঘাস অথবা কদলী বৃক্ষাদি কদাচ ভক্ষণ করে না, করি-লেও অপকার হয়। উহারা জলে সন্তরণ করিতে অপটু। খাদ্যের খরচ অতিরিক্ত। এমন কি ১৫।১৬ হাজার ন্যূনে একটী হস্তী আনা সুকঠিন, তজ্জন্যই ঐ হস্তী এদেশে অতি বিরল। কেবল মাত্র পশ্চিম প্রদেশ বলরামপুরের মহারাজার পিল্‌খানায় একজোড়া হস্তী দেখা গিয়াছে। এই হস্তীর নাম যেরূপ শুনা যায় কিন্তু কার্য্যে তত প্রশংসনীয় নহে। এবং দেখিতেও বিশ্রী।

বন্য হস্তী কর্ত্তৃক মনুষ্যের উপদ্রব নিবারণের উপায়।

বন্য হস্তী সকল কেবল পর্ব্বতোপরি পার্ব্বত্য জাতিয়দের শ্রমোৎপাদিত শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া বিনষ্ট করে এমত নহে উহারা যে পর্ব্বতে বাস করে তাহার অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত নিম্নদেশে দলে দলে আগমন করতঃ মনুষ্যের শ্রমোৎপাদিত শস্যাদি নষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ উপদ্রব প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ এমত সাহসী যে, হস্তীদল ক্ষেত্রে আসিতে দেখিবা মাত্র শুষ্ক কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত প্রজ্জ্বলিত উল্কা ও তল্লাবাঁশ প্রভৃতির খোঁচা ও উচ্চশব্দকারী কোনরূপ বাদ্য-যন্ত্র সহ অগ্রগামী হইয়া প্রবল কোলাহল সহকারে উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। অধিবাসীগন উপরোক্ত সরঞ্জাম সহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দলের একটীকে পশ্চাদপদ করিতে পারিলেই মেষ পালের মত অবশিষ্টগুলি তদ্‌পশ্চাৎ গড্ড-লিকা প্রবাহের ন্যায় ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু দলভ্রষ্ট বৃহৎ গুণ্ডা হস্তীকে এই উপায় দ্বারা তাড়ান নিরাপদ নহে। উহারা সহজে তাড়িত না হইয়া অনেক সময় তাড়নকারীদের আক্রমণ করতঃ শমন ভবনে প্রেরণ করে। বন্দুক বা সুতীক্ষ্ণ তীরের সাহায্য ভিন্ন ঐরূপ হস্তীকে তাড়াইতে গেলে পদে পদে বিপদ আশঙ্কা করা যায়। সুতরাং বন্দুক ও তীর মাত্রই গুণ্ডা হস্তীকে তাড়াইবার ও উহার তাড়না হইতে রক্ষা পাইবার প্রশস্ত অস্ত্র সন্দেহ নাই।

হস্তীর উপকারীতা।

বিশ্বসৃক পরম কারুণীক পরমেশ্বরের এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে এমত জীব জন্তুই প্রত্যেক জাতীয় পরস্পর হিতানুষ্ঠানের জন্য সৃজন করিয়া উহার অনুষ্ঠানাদি একরূপ গুহ্যভাবে নিহিত রাখিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব উহা অনেক স্থলে বুঝিতে সক্ষম হয়না। তবে সাধারণতঃ যে দুই চারিটী সহজ বোধ্য, তাহাই মাত্র বর্ণন সাধ্য বিষয় এক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণিত হইল।

হস্তীর আকৃতি, প্রকৃতি, বল ও বীর্য্য যেরূপ অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুরাকালে সুশিক্ষা প্রভাবে হস্তী সকল সর্ব্বদা শত্রু দমন, দেশ রক্ষা, শান্তি স্থাপন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যের সহকারী স্বরূপ নিয়োগ হইত। দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্র মন্থনে ঐরাবত জাতীয় হস্তী আবির্ভূত হইয়া শান্তি রক্ষা ও শত্রু দমনের সহকারী স্বরূপ উহা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকাল হইতে পৃথিবীতে হস্তী লক্ষিত হয়। তখন হস্তী সকল এরূপ সুশিক্ষিত হইত যে হস্তীগণ মাহুতের পরিচালনা ব্যতীতও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শত্রু দমনে সক্ষম হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষা অভাবে এখন সেই হস্তী যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বহিয়াই কালযাপন করিতেছে ব্যাঘ্র, শুকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারে হস্তী প্রধান বাহন। উহা উচ্চ, নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মৃগয়াদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এবং স্থল পথে ২। ৪ জন একত্রে গমনাগমন করিতে হইলে হস্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাহন আর দৃষ্ট হয়না। অনেক দেশে হস্তী দ্বারায় গো, মহিষাদি পশুর ন্যায় ভূমিকর্ষণ ও ধান্যের বোঝা ইত্যাদি বহন করিয়া থাকে। বহুলোকের বহনোপযোগী গুরু ভার বহন করিতে ইহারা এমত সক্ষম যে, ৪০। ৫০ জন লোক যে বস্তু বহন করিতে সক্ষম নহে একটী হস্তী দ্বারা অনায়াসে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আক্ষেপের বিষয় এইরূপ মহোপকারী হস্তী এখন উপযুক্ত রূপে আহার্য্যাভাবে অস্থি চর্ম্ম সার অনেক মহাত্মার পীলখানায় বিরাজ করিতেছে।

হস্তী ধৃতকারীর বৃত্তান্ত।

পূর্ণিয়া, জলপাইগুরী' আসাম, কাছাড় প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ লোকই হস্তী ধৃত করে ও তাহার ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহারা ফাঁসী শিকার দ্বারাইং হস্তী ধরিয়া থাকে। "সুসঙ্গ-দুর্গাপুর," ছিলেট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নাগহিল, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে, কোট এবং পরতাল করিয়া হস্তী ধরিয়া থাকে। রেঙ্গুণ, শ্যাম, আফ্রিকা এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ফাঁসী শিকার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হস্তী ধরিতে জানেনা। কেবল মাত্র গত ১২৯৫ সালে ঢাকা পীল খানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জি, পি, সেণ্ডার্সন সাহেব, মহীশুরের নিকটস্থ পর্ব্বতে কোট করিয়া ৮০টী হস্তী ধৃত করিয়াছেন। এবং রাজপৌত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের ভারতে শুভাগমন হইলে, মহীশুরের কোটে "বন্য হস্তীগড়" ইত্যাদি ক্রিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক সেণ্ডার্সন সাহেব এই কার্য্যের অত্যুচ্চ পারগতার পরিচয় দিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যের আয় ব্যয় বিষয়ে সুক্ষ্ম অনুসন্ধান করেন ও যাঁহার পারিষদ সুশীল ও সুবিজ্ঞ, যিনি ক্রোধাদি বিবর্জ্জিত এবং যাঁহার সাংসারিক ব্যয় সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তিনিই হস্তী ধৃত করা ও ব্যবসা করিতে সমর্থ। হস্তী ধরিতে হইলে প্রথমতঃ বন্য হস্তী ধরিতে পারে, এরূপ শিক্ষিত হস্তী, ফান্দাইত ও শিক্ষিত লোক সংগ্রহ করিতে হয়। এবং হস্তী ধৃত কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ফান্দাইত, মাহুত, কুলী, মজুরদের কার্য্য ভাল রূপ পরিদর্শন ও শিকারী হস্তীর শারীরিক অবস্থাদি তত্ত্বাবধান করা বা সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধান ভার সাহসী সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী লোকের হস্তে অর্পণ করা বিধেয়।

হস্তী ধৃত করিবার স্থান নিরূপন।

ভুটান, সিকিম, দার্জিলিঙ্গের অন্তর্গত বাক্সাদ্বার, কচুবাড়ী, গাড়োহিল, গোয়ালপাড়া, বিজনী, গৌহাটী রংপুর, জোরহাট, শিবসাগর, তেজপুর,

ডেব্রুগড়, নওগাঁ, কাছাড়, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, মধুপুরেরগড়, সিলেট, চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত পানী সাগর, স্বাধীন ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত মনু, উমর সাগর, বিন্ধ্যাচল, ব্রহ্মদেশ, রেঙ্গুণ, শ্যাম, আফ্রিকা, লঙ্কাদ্বীপ এই সকল স্থানে হস্তী ধৃত হয়। তন্মধ্যে ভোটান, গাড়োহিল, কাছাড় ত্রিপুরা রেঙ্গুণ শ্যাম এই সকল স্থানেইবহল পরিমাণ হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। কিন্তু গাড়োহিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল পর্ব্বতোপরি নিবিড় জন শূন্য ঝড়না জলাশয় প্রভৃতি নিকট বর্ত্তী সমতল স্থানে দলে দলে হস্তী বাস করে। তাহার অনতি দূরে লোকালয়ের সন্নিকটে আড্ডা করিয়া পার্ব্বত্য জাতির সাহায্যে হস্তী পালের অনুসন্ধান লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে ঝড়না ও লবণাক্ত মৃত্তিকা বিশিষ্ট স্থানে প্রায়শই হস্তী দলের সমাগম হউয়া থাকে। এই সকল স্থানে গরতলা ও ফাঁশী শিকার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে। কারণ এই সকল স্থানে শিকারী হস্তী, ফাঁন্দাইত প্রভৃতি দ্রুত গমনাগমন করিতে যত সক্ষম হয়, কোট শিকার সম্বন্ধে এই সকল স্থান তত সুবিধা জনক নহে।

ম্যানেজারের অজ্ঞতা ও অনবধানতা ও ফাঁন্দাইতের মুর্খতা ও অনম্র সাহসীকতা প্রযুক্ত প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এরূপ কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইলে হঠাৎ বিপদ গ্রস্থ হইতে পারে। মন মতন স্থানে ম্যানেজারের অজ্ঞতা ও অনব ধানতা এবং ফান্দাইতের মুর্খতা ও অনম্র সাহসীকতা বশতঃ কোট বা ফাঁশী শিকারে অগ্রবর্ত্তী হইলে সচরাচর বিপদ গ্রস্থ হইতে দেখা যায়। সুতরাং হস্তী ধৃত করিবার পক্ষে সমতল স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে যে সমস্ত হস্তী আছে যত দূর প্রকাশ এই গ্রন্থে লিখিত হইল, এতদ্ভিন্নও অনেক স্থানে হস্তী বাস করে কিন্তু তাহা প্রকাশ নাই বিধায় লিখিত হইলনা।

হস্তী ধৃত করিবার বিবিধ উপায়।

কোট শিকার, ফাঁশী শিকার ও পরতালা শিকার, এই ত্রিবিধ উপায়ে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। অনেকেই এই শিকার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকা সত্বে হস্তী বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া নিতান্ত উপহাস জনক অমূলক বৃত্তান্ত সকল লিখিয়া সাধারণের মনে ভ্রম সংস্কার দৃঢ়ীভূত করেন। সেই অমূলক ভ্রম সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কোট শিকার সম্বন্ধে লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, হস্তী যাতায়াতের পথে কোট করিয়া তন্মধ্যে কদলী বৃক্ষ রোপণ করতঃ হস্তীকে প্রলোভন দেখাইয়া আবদ্ধ করা হয় এবং ঐ আহার্য্য শেষ হইয়া ক্রমে হস্তী সকল অনাহারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, কুমকী হস্তীর সাহায্যে অর্থাৎ "কুনকীর পেটের নীচে থাকিবার জন্য ছিকা বান্ধিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া কুনকীর দ্বারা পায়ে শৃঙ্খল পড়াইয়া দেয়," বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণ অলীক। ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত নিম্নে বর্ণন করা যাইতেছে।

যে পর্ব্বতে হস্তী বাস করে, তাহার নিম্ন দেশে অনতি দূরে সমতল ভূমি যে খানে লোকের আহার্য্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনার সুযোগ থাকে ও যে খানে বহু সংখ্যক হস্তীর খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে, এমন স্থানে "ক্যাম্প" অর্থাৎ আড্ডা করিতে হয়।

তখন বাগু অর্থাৎ অনুসন্ধানকারী গণ পর্ব্বত মধ্যে নানা দিকে হস্তীর অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। হস্তীর পাল দেখিতে পাইলেই তাহার গমনাগমনের পথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক স্থির করতঃ খেদার অধ্যক্ষ নিকট সংবাদ দেয়। খেদার কর্ম্মচারীগণ তৎক্ষণাৎ খেদার কার্য্যের পরিমাণ (৪০০ চারিশত পরিমাণ) কুলী লইয়া বাগুর সহিত হস্তীগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া যে স্থানে হস্তী থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকে ১ মাইল পরিমাণ স্থান বেড় করিয়া কুলীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হস্তীগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। ঐ কুলীগণের প্রত্যেক বিশ জনার উপর একজন মাঝী অর্থাৎ প্রধান, বিশজন মাঝির উপর একজন হেড্ মাঝী ও যে সকল সর্দ্দারের উপর একজন খেদা জমাদার ও তথাকার সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন ও যাবতীয় তত্ত্ব লওয়ার জন্য একজন হেড জমাদার নিযুক্ত থাকে।

এই সকল ব্যক্তি দিগের প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া জাঠা অর্থাৎ বল্লম এক খানা কুঠার, দা, ও একটী অস্ত্র থাকে ও প্রত্যেক মাহুতীর হস্তে একটী করিয়া বন্দুক থাকে। এইরূপে হস্তীকে আবদ্ধ করার নাম পাতা বেড়। এইরূপ পাতা বেড় দ্বারায় হস্তী পালকে ঘেড়া হইলে ২। ৩ দিন মধ্যে এই বেড়ের মধ্যে বা বাহিরে পছন্দমত সমতল স্থানে হস্তীর সংখ্যানুসারে দুই, এক কি আধ বিঘা জমিতে গড় প্রস্তুত করিতে হয়।

গড় প্রস্তুতের প্রণালী।

উপরোক্ত পরিমাণ জমিতে চক্রাকারে একহাত অন্তর এক কি দেড় হাত গর্ত্ত করিয়া ৩। ৩॥ ফুট বেড় ১৭। ১৮ ফুট লম্বা সুদৃঢ় কাষ্ঠ প্রোথিত করিতে হয়। ভিতর হইতে হস্তী কোন প্রকারে ঠেলিয়া ঐ গড় ভাঙ্গিতে না পারে, তজ্জন্ম বাহিরে প্রোথিত কাষ্ঠের সঙ্গে উপরে ও নীচে দু সারি বাঁশ বান্ধিয়া তৎসহ ৩। ৪ ফুট অন্তর প্যাঁলা বা ঠেশ্ লাগান হয়। গড়ের ভিতর দিকে প্রোথিত বৃক্ষের ৫। ৬ ফুট অন্তর ঐ গড়ের ন্যায় চক্রাকারে ৫। ৬ ফুট প্রস্থে ও ৫। ৬ ফুট খাদ করিয়া একটী কাঁচা অর্থাৎ খাল বা পাগার খনন করিতে হয়। ঐ পাগার থাকায় হস্তী সহসা গড়ের নিকট আসিয়া গড় ভাঙ্গিতে পারে না, কারণ হস্তী সকল আবদ্ধ হইয়া বেড়ের খুটিতে ধাক্কা দিতে অগ্রসর হইবা মাত্র সম্মুখ পদদ্বয় ঐ কাঁচাতে পতিত হওয়ায় বেড়ের উপর অধিক জোর দিতে পারেনা। এই গড়ের এক পার্শ্ব পাত বেড়ের দিকে ১২। ১৩ ফুট প্রশস্ত একটী দরজা রাখিতে হয় এবং ঐ দরজার উভয় পার্শ্ব হইতে দুইটি বৃক্ষশ্রেণী পূর্ব্বোক্ত গড়ের ন্যায় পুতিয়া আঙ্গিনা প্রস্তুত করিতে হয়, ঐ আঙ্গিনা এইপরিমাণে হওয়া আবশ্যক যে ৫০। ৬০ টী হস্তী এককালে দাড়াইতে পারে। এই আঙ্গিনাতে ৩ সারি খড় বিছাইয়া রাখিতে হয়।

ধৃত করি
বার
কোটি।

ক, আগিনার একপার্শ্ব। খ, এ অপর পার্শ্ব। গ, চড়। ঘ, পাতবেড়। ঙ, রক্ষ হস্তাবণ। চ, গড় মধ্যস্থ খ.ল বা পাগাড়। ছ, বড় গোলা। জ, ছোট গোলা। ট ঠ ড খন্দ, দরজা

গড়ের দরজা ডবল কাষ্টে প্রস্তুত করিয়া বড় বড় প্রেক মারিতে হয়, ঐ প্রেক গুলির তীক্ষ্ণ ভাগ গড়ের ভিতর দিকে থাকে, মুখ ফিরাইয়া না দিয়া, এরূপ রাখার তাৎপর্য্য এই যে, হস্তী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজার উপর অধিক জোড় প্রকাশ করে, কিন্তু প্রেকের আঘাত লাগিয়া হটিয়া যায়। গড়ে হস্তী প্রবেশের পূর্ব্বে দুই জন লোক এই দরজা কপিকল দ্বারা উপরে উঠাইয়া গাছের অন্তরালে গুপ্ত ভাবে উহার গতির প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে।

হস্তী সকল জঙ্গলে পাত বেড়ের দ্বারায় ঘেরা হইলে পাত বেড়ের কুলী গড় প্রস্তুতে লিপ্ত হয়। এই সময় মধ্যে হস্তী, বেষ্টিত বন হইতে বহির্গত হইতে চেষ্টা করিলে সামান্ত করতালী বা কাশীর শব্দ করিলেই হস্তী পুনরায় জঙ্গলায় প্রবেশ করে। গড় কমপ্লিট হইলে পাত বেড়ের লোক ক্রমে ক্রমে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া কাশীর শব্দ করিতে আরম্ভ করে। হস্তীগণ তখন পলায়নের অন্য পথ না দেখিয়া ধীরে ধীরে গড়ের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং জোর পূর্ব্বক পাত বেড় ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হইলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিলেই ফিরিয়া যায় ও পাত বেড়ের লোক ক্রমশ চাপিয়া আসাতে বহির্গত হওয়ার কোন পথ না পাইয়া ক্রমে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এক এক সারি খড় অতিক্রম করিলে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য হস্তীগণ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া যাইতে পারেনা। এইরূপ তিন সারি খড় অতিক্রম করিয়া সমস্ত হস্তী গড় মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র দ্বার রক্ষক লঘু হস্তে দরজাটী ফেলিয়া দিয়া সমস্ত হস্তী আবদ্ধ করিয়া ফেলে। এক এক দলে ১০ হইতে ১৫০ পরিমাণ হস্তী বাস করে। হস্তী এই প্রকার গড় দাখিল হইলে দরজার দুই পার্শ্বে ২টী বলিষ্ঠ সুশিক্ষিত কুমকী হস্তীকে দ্বার রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত রাখিয়া গড়ের দরজা উঠাইয়া অন্য কুনকী হস্তী সহ মাহুতগণ গড়ে প্রবেশ করে ও আবদ্ধ হস্তী মধ্যে কোনটী দরজা দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিলে দ্বারী কুমকীদ্বয় তাহাদিগকে আঘাত করিয়া ফিরাইয়া দেয়। বাও অর্থাৎ "হস্তীর পদে জোড়ন পড়াইবার উপায়"—৪টী হস্তী দ্বারায় একটী বুনো হস্তীকে চতুর্দ্দিকে বেরিয়া লইতে হয়। তন্মধ্যে যে হস্তীটী পশ্চাৎ দিকে থাকে, তাহার পিছনের

পা সহিত সহজে আরোহণ ও অবরোহণের জন্য দড়ির সিঁড়ী প্রস্তুত করিয়া লয়। এই সিঁড়ীর হস্তীর মাহুত নিমেষ মধ্যে নামিয়া অতি দ্রুত ও লঘু হস্তে হস্তীর পদ সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারায় বন্ধন করিয়া ফেলে, এইরূপ সমস্ত হস্তী বান্ধা হইলে শিক্ষিত হস্তীর সাহায্যে এক একটী করিয়া বন্য হস্তী, ৮৩।১/ কোষ্টার নির্ম্মিত ডোল অর্থাৎ রজ্জু গলায় লাগাইয়া পরে বাহির বাহির আনিয়া অনতি দূরে বৃক্ষাদি সহ বান্ধিয়া রাখে, গড়ের মধ্য হইতে এই রূপ হস্তী বান্ধিয়া বাহিরে আনিতে এক দিবসের অধিক বিলম্ব হয়। কিন্তু ধৃত হস্তীর আকারের পার্থক্য অনুসারে এই কার্য্যে ১হইতে ৬টী পর্য্যন্ত কুম্‌কী আবশ্যক। হস্তীর পায়ে ফাঁশ দেওয়া হইলে কোনও কোনও হস্তী এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠে ও বাহির হওয়ার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু কুমকী হস্তীর সাহায্যে মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে তাহা দিগের সকল চেষ্টাই বিফল হয়। হস্তী বাহিরে আনিয়া বান্ধিলে কোনও কোনটা বারম্বার আছাড় পড়িতে থাকে, ও বারম্বার পট্‌কান খাইয়া কোন কোন হস্তী প্রাণ ত্যাগ করে। বলবান এবং গোণ্ডা হস্তী হইলে ৫।৬টী কুমকী হস্তীর দ্বারায় হেপাজাৎ পূর্ব্বক আড্‌ডায় আনিতে হয়। ছোট হস্তী হইলে এক কুমকী দুইটীকেও লইয়া আসিতে পারে। এই সময় নব্য ধৃত হস্তী গুলির প্রতি বিশেষ যত্ন রাখা উচিত। সর্ব্বদা আহার্য্য ও পানীয় দেওয়া, বৃক্ষ তলে শীতল স্থানে রাখা আবশ্যক। কারণ নূতন হস্তী একবার দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে সবল করা বড় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

কোষ্টা নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারায় গলায় ওপায়ে দৃঢ়রূপে বাঁধিতে হয়। চেইন (লৌহ শৃঙ্খল) ব্যবহার না করার কারণ এই যে, শৃঙ্খলের ঝন্ ঝন্ শব্দে ভীত হইয়া হস্তী শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পলায়নের চেষ্টা করে। পায়ে লৌহ শৃঙ্খল পড়াইলে অতিশয় বল প্রকাশ করা হেতু হস্তীর পায়ের ছাল উঠিয়া গিয়া এরূপ গভীর ঘা হইয়া পড়ে যে, তাহাতে হস্তীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস লৌহ শৃঙ্খল, রজ্জু অপেক্ষা দৃঢ়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে বরং লৌহই সহজে ভাঙ্গিয়া যায়; রজ্জু সহজে ছিন্ন হয়না।

ফাঁশী শিকার।—পর্ব্বতের যে কোন স্থানে হস্তী বাস করে তাহা স্থির করতঃ হস্তীপালের নিকটবর্ত্তী স্থানে অতি সতর্কতার সহিত শিক্ষিত কুমকী সহ ফাঁদাইত বা দাইদারগণ (যাহারা হস্তীর গলায় ফান্দ লাগাইয়া ধৃত করে) আড্ডা করে এবং দিবসে বা রাত্রে সুযোগমত অতি সাবধানে চুপে চুপে হস্তীপালের নিকটবর্ত্তী হইয়া দল মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। যখন কুমকী জঙ্গলী হস্তীর নিকটবর্ত্তী হয় তখন কুমকীকে দেখিবা মাত্র বুনো হস্তী সকল পলায়ণ করিতে থাকে। কিন্তু সুনিপুণ দাইদারগণ শিক্ষিত কুমকীকে চক্ষের পলকে জঙ্গলী হস্তীর সমীপবর্ত্তী করাইয়া পলায়ণোদ্যত বন্য হস্তীর মস্তকোপরি কুমকি সংলগ্ন বন্য হস্তীর বিশাল বিক্রম সহনশীল রজ্জু ফাঁশ নিক্ষেপ করে। স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী রজ্জু ফাঁশ গলে পতিত হওয়া মাত্র বন্য হস্তী নিজ শুণ্ড গুটাইয়া লয়, কাজেই ফাঁশ গলায় লাগিয়া যায়। তখন বন্য হস্তী কুমকীকে টানিয়া স্থানান্তর করিতে না পারে তজ্জন্য কুমকীকে একস্থানে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়া রাখে। এই সময়ে প্রথম ফান্দাইত দোহার অর্থাৎ দ্বিতীয় ফান্দ দেওয়ার জন্য চিৎকার করে তৎক্ষণাৎ অপর ফান্দাইত কুমকী সহ আসিয়া দোহার ফান্দ বন্য হস্তীর গলে ফেলিয়া হস্তীকে আবদ্ধ করে। পরে দুইটী ফান্দই খাট করিয়া কুমকী সহ বান্ধা হয়। দুদিকে টানাটানি করিতে ফান্দ হস্তীর গলায় বসিতে না পারে তজ্জন্য ফান্দের হলকার সঙ্গে সরু রসা দ্বারায় কিছু ঢিল করিয়া বান্ধিয়া দুই পার্শ্বে দুই কুমকী দ্বারায় আড্ডার নিকট লইয়া বৃক্ষের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখে। ফাঁশী শিকারে কুমকী হস্তী যত বেশী পরিমাণ থাকে, ততই অধিক সংখ্যক হস্তী ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনটী কুমকী ব্যতীত ফাঁশী শিকার চলিতে পারে না। কারণ দুইটী ফাঁসের হস্তী সর্ব্বদাই, হস্তী ধরিবার জন্য পাহাড়ে থাকে। উহারা ধৃত হস্তীকে আড্ডায় আনিয়া অপর খোলা বাঁধের কুমকীর জিম্মা করিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ হস্তী ধৃত করিতে চলিয়া যায়। এই খোলা বাঁধের কুমকী ২।৩।৪টী পর্য্যন্ত নব ধৃত হস্তীর আহার্য্যাদি যোগান ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কাজেই এই হস্তীটী বিশেষ বলবান পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক। খোলবাঁধির কার্য্যে অনবরত অধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া এই কার্য্যেই অনেক হস্তীই সহসা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তজ্জন্য উহার

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও যত্ন করা বিধেয়। ফাঁশের শিকারী কুমকী এত দ্রুতগামী ও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক যে, বুনো হস্তী পলাইবার জন্য যত চলুক না কেন, উহারা বন্য হস্তীর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া উহারা নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। এই কুমকীর স্কন্ধোপরি ফান্দাইতকোষ্টা নির্ম্মিত ফান্দ লইয়া বসিয়া থাকে এবং ঐ ফান্দ হস্তীর বক্ষস্থলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে। ঐ হস্তীর পশ্চাদ্‌ভাগে কোমরের উপর একজন মাহুৎ একটী লোহাট "(বেল্‌নার মত ছোট মুদ্গর), ইহাতে ছোট ছোট লৌহকাঁটা লাগান থাকে। কুমকী হস্তী দৌড়িতে শিথিলতা করিলে ঐ লোহাটের আঘাত মাত্র দ্বিগুণ বেগে চলিতে থাকে)" লইয়া বসিয়া থাকে এবং জঙ্গলী হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইলেই ঐ লোহাট দ্বারা আঘাত করে। কোন কোনও দেশে লোহাটের পরিবর্ত্তে ফাঁশীর কুমকীর পশ্চাতে আর একটী দ্রুতগামী হস্তী থাকে, উহার মাহুত লম্বা জাঠা দ্বারা আগের কুমকীকে আঘাত করিয়া জঙ্গলী হস্তীর নিকটবর্ত্তী করে। এই পিছনের কুমকীকে মৌসিলী কুমকী বলে। এইরূপ মৌসিলী কুমকী দ্বারায় ফাঁশী শিকার করিতে সিলেট, কাছাড়, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর ইত্যাদি পূর্ব্ব অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, আসাম প্রদেশে লোহাট ব্যবহার হয়। পরতালা শিকারে ৫টী অতি সুশিক্ষিত কুমকী হস্তিনীর প্রয়োজন। যেখানে দলভ্রষ্ট স্বাধীন মত্ত গোণ্ডা হস্তীর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তথায় দাইদারগণ ৪টী কুমকী হস্তিনী সহ ফান্দ, কাঁড়াশীয়া এবং আবশ্যকীয় রসা (জোড়নের রসা) সমেত সেই গোণ্ডা হস্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া কুমকী দ্বারা নানারূপ প্রলোভন দর্শাইয়া উক্ত গোণ্ডাকে বিহ্বল করিতে চেষ্টা করে। গোণ্ডা হস্তীর (গরুর মধ্যে যেরূপ ষাঁড়; হস্তীর মধ্যে সেইরূপ গোণ্ডা)। ইহারা পালের সহিত কদাচিত মিশে, অথচ যখন যে পালে যায় তথায় প্রভুত্ব দেখায়। মোস্তাই অর্থাৎ কামাতুর হইলে স্বভাবতঃ হস্তিনীর নিকট আসিয়া মিশিবার চেষ্টা করে। এমন কি পর্ব্বত ছাড়া ৭।৮ ক্রোশ ব্যবধানে লোকালয়ে কোনও হস্তিনীর সন্ধান পাইলে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে। এই সকল গোণ্ডা হস্তী মনুষ্য দেখিয়া ভয় করে না। ইহাদের সম্মুখে পতিত হইলে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। দলবদ্ধ হস্তী যেরূপ নিবিড় জঙ্গল হইতে কখনও বহির্গত

হয় না, গোওা হস্তী সেরূপ নহে। উহারা যথেচ্ছা বিচরণ করে। গোওা হস্তী কুমকী হস্তিনী অগ্রবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে দাইদারগণ ৫টী কুমকী লইয়া একটী সম্মুখে রাখে ও দুই পার্শ্বে ২টী কুমকী হস্তী এরূপ ঠেসিয়া দাঁড় করায় যে, গোওা কোন মতেই নড়িতে পারে না। তখন চতুর্থ কুমকীটাকে পিছনে রাখে (এই কুমকীতে উঠিবার নামিবার দড়ির সিঁড়ি থাকে বলিয়া উহাকে সিঁড়ির কুমকী বলে) এই সিড়ির কুমকী হইতে দাইদার তৎক্ষণাৎ নামিয়া উহার পেটের নিচে গুপ্তভাবে থাকিয়া অতি সাবধানে লঘু হস্তে গোওার পশ্চাৎ পদদ্বয়ে বাওা ভরে অর্থাৎ জোড়ন দেয়। তৎপর ২টী মোটা ডোল অর্থাৎ রসা। এই রসা ১/৮/ সের কোষ্ঠার কম হয় না। ছোট হস্তীর জন্য হইলে ॥/ মণ হইতে পারে। এক এক ডোল ১৫।২০ হাত লম্বা হয় ডোল ১ফুট পর্য্যন্ত মোটা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ পদদ্বয়ে বাঁধিয়া পাছের কুমকীর দুইটী পেটের সহিত আবদ্ধ করিয়া সহসা উহাদিগকে পৃথক করিয়া লয়। তখন গোওা নিজে আবদ্ধ হইয়াছে জানিয়া পলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু পার্শ্বের কুমকী দ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ দিকে আকর্ষণ করায় উহার গতি রোধ করে। ক্রমে উহার গলায় আর দুগাছি মজবুত রসা লাগাইয়া টানিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখে। পরতলা শিকারের হস্তী এইরূপ আবদ্ধ হইলে ত্রাসে বিহ্বল হইয়া বারম্বার পটকান্ খায় (আছাড় পড়ে) ও অনেক হস্তী ঐরূপ করায় কলিজা ফাটিয়া মরিয়া যায়। ৫ম হস্তীটী নিয়তই গোওাকে বান্ধিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি যোগাইতে থাকে। কুমকী হস্তিনী দেখিয়া গোওা হস্তী তাহার সহিত মেশামেশী করিতে যদি না আইসে তাহা হইলে দাইদারগণ হস্তীর প্রিয় খাদ্য দ্রব্যের সহিত ১ তোলা পরিমাণ অহিফেণ মিশ্রিত করিয়া ৮।৯ কুচড়া (পোটলা) প্রস্তুত, করত কুমকীর উপর হইতে গোওার সম্মুখে ফেলিয়া দেয়, তাহার ২।৩টী কুচড়া খাইলে গোওা নেশায় বিভোর হইয়া কুমকীর প্রতি মত্ত হইয়া পড়ে। তখন সুযোগ পাইয়া সুচতুর দাইদারগণ অভিষ্ট সিদ্ধ করে, কিন্তু এইরূপ অহিফেণ সচরাচর ব্যবহার করা আবশ্যক হয় না। পরতালা শিকার ব্যতীত (গোওা হস্তী অন্য উপায়ে ধরা সুবিধাজনক নহে)। অধুনা গবর্ণমেণ্টের সুচতুর মাহতগণ গোওা হস্তী ফাঁশ দ্বারা ধৃত করিয়া থাকে।

এই নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া অর্থাৎ গোণ্ডা হস্তীকে মত্ত অবস্থায় নীচে আসিতে দেখিলে হস্তীর গমনাগমনের পথে গোণ্ডা যে হস্তিনীর নিকট আইসে তাহার চতুর্দ্দিকে রজ্জু ফাঁস প্রস্তুত করত রজ্জুর অপর পার্শ্বে কুমকী হস্তীর পেটে বান্ধিয়া মৃত্তিকায় ফেলিয়া রাখে ও মাহুত-গণ অতি গুপ্তভাবে কুমকীর উপরিভাগে অবস্থান করে। গোণ্ডা আসিয়া ইতস্তত গমনাগমন করিতে ঐ রজ্জু ফাঁস মধ্যে পদ নিক্ষেপ করিবা মাত্র মাহুতগণ অতি সাবধানে কুমকী সহ সংলগ্ন রজ্জু ধরিয়া হঠাৎ জোরে টানিয়া গোণ্ডার পায়ে ফাঁস আটকাইয়া দেয়। ও গোণ্ডা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে চেষ্টা করে কিন্তু অপর কুমকী সহ মাহুতগণ সহসা অগ্রবর্ত্তী গোণ্ডার গলায় অপর ফাঁস লাগাইয়া গোণ্ডাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে ও নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখে। গোণ্ডা হস্তী ধরিবার পক্ষে পরতলা অপেক্ষা এটী সহজ উপায় বলিয়া অনুভূত হয় এবং এই উপায়ে গবর্ণমেণ্ট খেদায়ও প্রতি বর্ষে ৮।১০ গোণ্ডা ধৃত হইয়া থাকে। উপরের লিখিত নিয়মগুলি ভিন্ন কোনও কোন পার্ব্বত্য জাতী হস্তী চলাচলের রাস্তা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পথি মধ্যে একটা বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া তদুপরি হালকা আচ্ছাদন পূর্ব্বক এরূপ ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দেয় যে, হস্তী গমনাগমনকালে উহা অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম অনুভব করিতে না পারিয়া তন্মধ্যে পতিত হয়। তৎপর কুমকীর সাহায্যে উহার গলায় রসা লাগাইয়া গর্ত্তের কোন অংশ ঢাল করিয়া কাটিয়া লইয়া হস্তীকে উঠাইয়া আনে। ঐ গর্ত্ত এরূপ খণিত হয় যে, পূর্ব্বোক্তরূপ উপায় কোন অংশ ঢাল না করিয়া দিলে গর্ত্তে পতিত হস্তী কোন প্রকারেই তন্মধ্য হইতে উঠিতে পারে না। তেজপুর, ডেব্রুগড়, নাগাহিল, খাসিয়াহিল, ছোট নাগপুর ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশের লোকেরা এই উপায়ে হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই নিয়মটী তত প্রশস্ত এবং ফলপ্রদ নহে। কারণ ঐ প্রকার গর্ত্তে হস্তী পতিত হইলে পদ ভঙ্গ হইয়া অকর্ম্মণ্য হওয়া অসম্ভব নহে বিধায় এইপ্রকার শিকার সভ্য সমাজের অনুমোদনীয় নহে। কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত হস্তী শিকারের প্রশস্তসময়। বর্ষাতেও স্থানে স্থানে শিকার হয় বটে কিন্তু সেই সময় জল, জঙ্গল ও নানা প্রকার কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হেতু নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

বিবিধ প্রকার হস্তী ধৃত করিবার আয় ব্যয়।

একটী কোটি শিকারে ৪০০ শত কুলীর প্রয়োজন। ইহাদের প্রত্যেকে মাসিক বেতন ৭৲ টাকা হিসাবে ২৮০০৲ টাকা ঐ কুলীদের প্রত্যেক ২০জনার উপর একজন করিয়া ৪০০ শতের উপর ২০ জন মাঝীর আবশ্যক। উহাদের প্রত্যেক মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা হিসাবে ৩০০৲ টাকা ও ২০জন মাঝীর উপর মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন খেদা জমাদার নিযুক্ত থাকে। ইহা ব্যতীত বড় কারখানা হইলে ২৫৲ কি ৩০৲ টাকা বেতনে একজন হেড্ জমাদার রাখিতে হয়। তদ্ভিন্ন আশু ৪ জন প্রত্যেকে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ৪০৲ টাকা বেতন পায়। এই ৪২৫ জন লোকের মাসিক খোরাকি ন্যূন কল্পে প্রতি জন ২৲ টাকা হিসাবে ১২৭৫৲ টাকা দিতে হয়। একটী কোটে অন্তত ৩০টী কুমকীর কমে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। নিজের কুমকী না থাকিলে দৈনিক ২৷৩৲ টাকা হিসাবে কুমকী ভাড়া করিয়া লইয়া কার্য্য চালাইতে হয়। স্থান ও সময় বিশেষে প্রতি কুমকীর জন্য দৈনিক ৪৷৫৲ টাকা হিসাবেও ভাড়া দিতে হয়।

এক মাসের ব্যয়ের তালিকা।

৪০০ শত কুলীর মাহিয়ানা প্রতি জন মাসিক ৭৲ হিসাবে ... ২৮০০৲

২০ মাঝী প্রতি জন মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ... ৩০০৲

খেদা জমাদার একজন ... ২০৲

হেড্ জমাদার একজন ... ৩০৲

আশু ৪জন প্রতি জন মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ... ৪০৲

৩১৯০৲

		জের ৩১৯০৲
উপরোক্ত ৪২৬ জন লোকের খোরাকী প্রতি জন ২৲ হিসাবে	...	৮৫২৲
কুমকী ভাড়া ৫০টা কাত প্রতিটী দৈনিক গড়ে ৫৲ হিসাবে ১ মাসের কাত ৩০০৲ টাকা	...	২৭০০৲
বন্দুক ২৫টা প্রতিটা ২৫৲ টাকা হিসাবে	...	৫০০৲
অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লওয়া জিমা	...	৫০০৲
খেদা বিভাগের অপরাপর কর্ম্মচারী ও আবশ্যকীয় লোকের বেতন ও বাজে খরচাদি	...	৫০০৲
কোষ্টা	...	৩০০৲
		৮৫৪২৲

খেদা কুলীর বেতন বাবত অগ্রিম দাদনের টাকা খেদা জমাদারের নিকট উপযুক্ত রেহেন লইয়া ষ্টাম্পে লিখিত পঠিত করিয়া রেজেষ্টারী করাইয়া লইয়া দিতে হয় এবং উপরের লিখিত এষ্টিমেট অনুসারে ৬০টী হস্তী ধৃত করিয়া দেওয়ার সম্বন্ধে এগ্রিমেণ্ট থাকে। যদি নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে ঐ পরিমাণ হস্তী ধৃত করিয়া দিতে না পারে তবে ক্ষতিপূরণ সহ চুক্তির টাকা দিতে বাধ্য হয়। কণ্ট্রাক্টের অতিরিক্ত অর্থাৎ এক মাসের অধিক কাল হস্তী ধরিতে আবশ্যক হইলে উহাদিগকে বেতন দিতে হয় না। কেবল খোরাকি দিতে হয় ও কণ্ট্রাক্টের অতিরিক্ত যত হস্তী ধৃত হয়, তাহার ৭ ফুট পর্য্যন্ত প্রতি হস্তীতে ৫০৲ ও তদাপেক্ষা বড় প্রতি হস্তীতে ১০০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার ও পারিশ্রমীক দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু কণ্ট্রাক্টের অতিরিক্ত হস্তী ধরিবার কারণ তাহারা কোন রূপ দায়ী নহে। পাঠক মহাশয়! এখন এই কার্য্যের লাভালাভ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। এক মাসে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উর্দ্ধ সংখ্যা ৯০০০।১০০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬০টী হস্তী ধৃত করিলে

ঐ হাতী গড়ে ৫০০৲ টাকা করিয়া প্রতিটী বিক্রয় করিলে ৩০০০০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে, তন্মধ্যে খরচা ১০০০০৲ হাজার টাকা বাদ দিয়া ২০০০০৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। যদি কাহারও সঙ্গে অংশ করিয়া লইয়া বা জমা করিয়া লইয়া হস্তী মহাল পত্তন হইতে হয়, তাহাকে সিকি ভাগ বা ঐ পরিমাণ রাজস্ব দিলেও ১৫০০০৲ কি ন্যূন পক্ষে ১০০০০৲ টাকা লাভ থাকে তাহার সন্দেহ নাই। তবে ধৃত হস্তীর মধ্যে সময় সময় অনেক হস্তী মরিয়া গিয়া ক্ষতির কারণ হয় বটে, তজ্জন্য পাঠককে "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র" এই ঋষি বাক্যটীর প্রতি নির্ভর করা কর্ত্তব্য। কাহাকেও দোষারোপণ করা যাইতে পারে না।

হস্তী ধৃত করিবার জন্য খেদা করার সঙ্গে সঙ্গে হস্তী ব্যবসায়ীদিগকে বিজ্ঞাপন দ্বারায় জ্ঞাত করান শ্রেয়। কারণ হস্তী ধৃত হওয়ার সমকালীন ক্রেতাগণ উপস্থিত হইলে হস্তী ধৃত করিয়া নামদানীতে আনা মাত্র হস্তী বিক্রয় হইতে পারে, তাহা হইলে কালবিলম্ব বশতঃ হস্তী মারা পড়ার আশঙ্কা থাকে না এবং কুমকী ভাড়া ইত্যাদি বাবত ব্যয় বাহুল্য হয় না।

তিনটী কুমকী দ্বারায় একটী ফাঁশী শিকারের আয় ব্যয়ের হিসাব।

প্রতি কুমকীতে ফাঁদাইত এক জন মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা বেতনে, লোহাটিয়া এক জন মাসিক ৬৲ টাকা বেতনে, মাহুত এক জন মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে, কামলা দুই জন মাসিক ৪৲ টাকা বেতনে রাখিতে হয়। এই পাঁচ জন লোকের মাসিক খোরাকী ৩৲ টাকা হিসাবে ১৫৲ টাকা, একুনে ৫৪৲ টাকা ও কুমকীর খাজানা ২০০৲ টাকা সর্ব্ব সাকুল্যে প্রতি কুমকীতে মাসিক ২৫৪৲ টাকা ও তিন কুমকীতে এই নিয়মে ৭৬২৲ টাকা ব্যয় পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে তিন কুমকী দ্বারায় ৮।১০টী হস্তী

অনায়াসে ধৃত হইতে পারে। সমস্ত বরাত সাপক্ষ। ফাঁশী শিকারে ম্যাদ প্রায় ছয় মাস করিয়া লওয়া যায়। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ইহার সময় প্রশস্ত। তিন কুমকীর দ্বারায় উপরোক্ত সময় মধ্যে ১৫।২০ পর্যন্ত হস্তী ধৃত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর ১০।১২টি হস্তীর অধিক ধৃত হয় না। কেহ কেহ বা এক কালীন বিমুখ হইয়া প্রত্যাগত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্যবসা মাত্রই অদৃষ্ট সাপক্ষ। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে এই ব্যবসায়ে লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা মাত্র নাই। থাকিলে কখনই লোকে এই কার্য্যে এত আগ্রহের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইত না।

পরতালা শিকারের ব্যয়ও ফাঁশী শিকারের ব্যয়ের অনুরূপ।

উপরোক্ত হিসাবের অতিরিক্ত পরতলা ও ফাঁশী শিকার জন্য নব ধৃত প্রতি হ ীকে ১০০৲ টাকা করিয়া ব্যয় রাজস্ব কর দিতে হয় ও ৭ ফুট হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হ ী সকল সরকার বাহাদুর ৬০০৲ টাকা মূল্যে লইয়া থাকেন, তাহাতে আপত্য চলে না। ভারতবর্ষে ২১টী গজ মহাল ভিন্ন প্রায় সমস্ত গজ মহালই গবর্ণমেণ্টের অধীন পাট্টা লইতে হইলে প্রতি বর্ষে অক্টোবর মাসের মধ্যেই ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট উপস্থিত হইয়া পাট্টা লইতে হয়।

স্বাধীন হস্তী ধৃতকারী কুমকী হস্তীর শিক্ষা বিবরণ।

অন্যূন ৩।৫ বৎসরের পালিত পুরাতন হস্তিনীকে প্রথমতঃ মনুষ্যের কার্য্য নির্ব্বাহক নির্দ্দিষ্ট বাক্য সজোরে উচ্চারণ পূর্ব্বক কার্য্য করাইতে শিখাইয়া পরে মাহুতের হস্ত ও পদাঙ্গুলি দ্বারা হস্তীর কর্ণ মস্তক গলদেশ, পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানে আঘাত করিলেই নির্দ্দিষ্ট বোল বা বাক্যাবলী শ্রুতিমাত্র যে সকল কর্ম্ম অর্থাৎ উঠিতে বসিতে চলিতে বলিতে মারিতে ধরিতে সূক্ষ্ম বস্তু ও দুয়ানী পর্য্যন্ত উঠাইতে পারে, তদ্রূপ যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে হস্তিনীকে ঐরূপ মাহুতের হস্ত পদাদির স্পর্শ সঙ্কেত দ্বারা সমস্ত কার্য্য করান ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকে কুমকী বলে। এই কুম্‌কী হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং সর্ব্বদাই ইহার যত্ন চাই। যাহাতে ঐ কুমকী সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিতে থাকে, তাহা সাবধানে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়। সামান্য মাহুত কি মেট্‌ মারিতে না পারে, প্রত্যহই মাহুত, এক সময়ে কুমকীকে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য "হস্ত পদাদি স্পর্শ সঙ্কেতানুযায়ী" করায় তৎপক্ষে হস্তী স্বামীর মনোযোগ থাকা আবশ্যক। নচেৎ কুমকীকে অকারণে মারিলে, কিংবা কুমকীর কার্য্য অভ্যাস না করাইলে, সহজেই কুমকী দুশ্চরিত্রা হইয়া উঠে। কুমকী দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু উঠাইতে হইলে, প্রথমত এক কাপড়ের বড় পোটলা রসিতে ঝুলাইয়া কুম্‌কীর সম্মুখে একবার নামাইতে হয়, এক-বার উঠাইতে হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে "ধৈর উঠাও" এই শব্দ মাহুতকে হস্তীর স্কন্ধ হইতে বলিতে বলিতে কুমকীর মস্তকে মুহুর্মুহুঃ সামান্য ফাঁকা চপেটা-ঘাত দ্বারা "দিলাসা" দিতে হয় বা অভয় দিতে হয়। ইহাতে যদি কুমকী সেই ঝুলাইত কি একবার পতিত, কি আবার উত্থিত পোঁটলা ধরিতে ও উঠা-ইতে না চায়, তবে মাহুতকে পদাঙ্গুলি দ্বারা কুমকীর কর্ণমূলে খোঁচা দিতে হয়, তাহাতেও না হইলে অঙ্কুশাদি দ্বারা মাথায় আঘাত করিতে হয়। ঐ রূপ প্রত্যহ ৪।৫ বার শিক্ষা দিলে ১০।১৫ দিন মধ্যে অনায়াসে শিখিতে পারে। স্থূল পোঁটলা উঠাইতে শিখিলে, ক্রমশঃ অতি সূক্ষ্ম বস্তুও উঠাইতে শিখে। ভাল শিক্ষিত কুমকীকে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্য নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া থাকিলে কুমকী শুণ্ড দিয়া ধরিয়া, পৃষ্ঠে উঠাইয়া দেয়; কিন্তু উঠাইবার সময় সেই মনুষ্য স্পন্দন করিলে ভয়ে ফেলিয়া দেয়। কুমকীর আপন পদ দ্বারা মনুষ্যকে আপন পৃষ্ঠে উঠাইবার জন্য কৌশল শিখানের সময়, প্রথমতঃ সম্মুখের এক পদে রসি বাঁধিয়া সেই রসির অপর পার্শ্ব সেই কুমকীর স্কন্ধের উপর দিয়া উঠাইয়া লইয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে হয় এবং তৎসঙ্গে অপর মাহুত দ্বারা কুমকীর সেই পদ বন্ধনের নীচে সামান্য আঘাত করিতে করিতে "উঠাও" এই শব্দ করিতে হয়, তবেই কুম্‌কী এক পা তোলা ১০।১২ দিন মধ্যে শিখিয়া, ক্রমে ক্রমে চারি পা দ্বারাও মানুষকে উঠাইতে নামাইতে শিখে। উক্ত প্রকার দিলাসা ও আঘাত দ্বারা হস্তীকে

অনেক কার্য্য শিক্ষা দেওয়া যায়। স্পর্শ সঙ্কেত মাত্র যে হস্তী আপন পদ চতুষ্টয়ের যে কোন পদ দ্বারা মানুষকে তৎক্ষণাৎ উঠাইতে বা নামাইতে না শিখে, ততদিন তাহা দ্বারা পরতলা শিকার চলিবে না।

নব ধৃত হস্তীর শিক্ষা বিবরণ।

পাহাড় হইতে বন্য হস্তীকে ধরিয়া লোকালয়ে আনিয়া ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে বিশ্রাম করাইতে হইবে ও সর্ব্বদা হস্তীর প্রিয় খাদ্য উহার সম্মুখে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তৎপরে যখন নব ধৃত হস্তী রীতিমত পানাহার করতঃ ৫।৭ দিন বিশ্রামের পর কিছু সুস্থ ও মনুষ্যের সহ পরিচিত হইবে, তখন তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ পাহাড় হইতে ধরিয়া আনার নানাপ্রকার ক্লেশ জনিত রোগে ও ভয়ে আহার ত্যাগী অসুস্থ হস্তীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে প্রায়শই অনেক নূতন হাতি মরিয়া যায়। শিক্ষা দিলেও ছোট হস্তীকে ১ মাস ও বড় হস্তীকে ৪।৫ মাসে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ বন্য হস্তীকে শিক্ষা দিতে হইলে, তাহার একরূপ পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে হইবে, ত্রস্ততার সহিত শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা দেওয়ার ভয়ানক ক্লেশে অনেক নূতন হস্তীকে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে দেখা যায়। হস্তীর শিক্ষা প্রণালী দ্বিবিধ, যথা, ঝটকা ও গলাখামারি। তন্মধ্যে ঝটকাতে হস্তী শিক্ষা প্রণালী যথা, পরতলা শিকারের ন্যায় কুমকীর সাহায্যে প্রথমতঃ নব্য হস্তীর চারি পায়ে চারি গাছা বাণ্ডা এবং মোটা রসা দ্বারা বন্ধন করিয়া সেই রসার অপর পার্শ্ব চারিদিকে গাছের বা খুটার অর্থাৎ বৃহৎ কাষ্ঠ স্তম্ভের সহিত এরূপ আকর্ষণ করিয়া বান্ধিতে হয় যে, ঐ হস্তীর পা কোনদিকে সরাইতে না পারে, এবং গলাতেও একগাছা মোটা ও শক্ত রসা দ্বারা বাঁধিয়া ঐ হস্তীর সম্মুখে তফাৎ একটী খোটায় দৃঢ়রূপ বন্ধন করিতে হয়। কিন্তু আগের পদদ্বয়ে ও গলাতে রসা লাগাইবার সময় শুণ্ড দ্বারা বন্ধনকারীকে মারিতে না পারে, তজ্জন্য লাঠা বা বল্লমধারী ২ জন শিক্ষিত ও সতর্ক লোক

হস্তীর সম্মুখে ও দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। নব্য হস্তী উক্ত প্রকার ভালরূপে বন্ধন করিয়া, কুমকী তাহার নিকট হইতে সরাইয়া, পরে ১০।১২ জন মেট্ মাহুতকে উক্ত আবদ্ধ নব্য হস্তীর ৫।৬ হাত ব্যবধানে দুই পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া ৫।৬ হাত লম্বা বাঁশের অগ্রভাগ ৩।৪ খণ্ডে চিরিয়া, তাহাদের হাতে দিয়া ঐ বাঁশের চটাগুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা পুনঃ পুনঃ নব্য হস্তীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করতঃ "সুরসুরি" ভাঙ্গিতে হয়। কিন্তু ঘর্ষণের জন্য হস্তীর শরীরে ক্ষত না হয়। ঐ সুরসুরি ভাঙ্গিবার সময় নব্য হস্তী বন্ধন মোচনের জন্য নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি এবং শুণ্ড দ্বারা ঘর্ষণকারীগণকে মারিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেইসময় বল্লমধারীর তাড়নায় নিরস্থ থাকে। তখন ঘর্ষণকারীগণ রাখালীসুরে চীৎকার পূর্ব্বক অস্পষ্ট গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া, হস্তীকে অন্যমনস্ক করতঃ মুহুর্মুহুঃ খুজলাইতে পারে। পাটকাঠির প্রবল প্রজ্বলিত উল্কা প্রস্তুত করতঃ বল্লমধারীর নিকট অবস্থান পূর্ব্বক দুই পার্শ্ব হইতে হস্তীকে দেখাইয়া অগ্নী শঙ্কা দূর করিতে হয়। এইরূপে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও প্রথম রাত্রে সুরসুরি ভাঙ্গিলে শেষে ঘর্ষণকারীগণ বাঁশের চটা ত্যাগ করিয়া, খড় গুচ্ছ দ্বারা ঐ হস্তীর সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে পারে। ক্রমেই হস্তী বন্য স্বভাব ভুলিতে আরম্ভ করে ও মানুষের সঙ্গে মিশিতে থাকে। কিন্তু বিশ্বাস নাই, এইজন্য বিলক্ষণ সতর্কতার সহিত নব ধৃত হস্তীর নিকট গমনাগমন করিতে হয়। ৫।৭ দিবস প্রত্যহ দুই বেলা ২ ঘণ্টা কাল খড় দ্বারা হস্তীর সমস্ত শরীর (মুখ পর্য্যন্ত) ঘর্ষণ করিয়া দিলে, যখন ঐ হস্তী অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইয়াছে বুঝা গেল, তখন ২ জন শিক্ষিত ও সতর্ক মাহুতকে বন্য হস্তীর শুণ্ড দ্বারা আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য, বল্লম সহ মাহুত ও ২টী কুমকী, নব্য হস্তীর নিকট দুই পার্শ্বে উপস্থিত রাখিয়া তাহার উপর হইতে অপর ৩।৪ জন ঐরূপ মাহুত ও মেটকে নূতন হস্তীর পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে চড়াইতে হয়। পরে তাহাদিগকে হস্তীর পৃষ্ঠে লম্ফঝম্ফ ও কর্ণমূলাদিস্থানে খড় দিয়া ঘর্ষণ করাইতে হয়। এবং তাহাদের দ্বারা নূতন হস্তীর গলে মোটা রসি লাগাইয়া কুমকীর ফাঁড়া বা পেট বেষ্টিত বন্ধনের সহ সেই রসির অপরার্দ্ধ ভালরূপে বান্ধিয়া, বাঁধা পদ ও গলবন্ধনী মোচন করে। পরিশেষে যেমন কোট হইতে ধৃত হস্তীকে ক্যাম্পে আনে, সেইমত করিয়া লইয়া বেড়ায়, তৎপর কুমকীকে 'আগেৎ'

'পিছে' ইত্যাদি উচ্চ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক যখন তখন তদনুযায়ী কার্য্য করায়। নব্য হস্তীকেও বল্লমাঘাত ও মাহুতের অঙ্কুশাদির আঘাত করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করাইতে শিখায়। তাহাতে হস্তী দুষ্টামি করিলে কুমকীদ্বয়ের দ্বারা দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরে, সুতরাং কুমকীর সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ইহাকে ঝট্‌কা শিক্ষা বলে। ঝট্‌কা শিক্ষা দ্বারা যে সকল হস্তী সহজে বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না, তাহাকে গলাথামারি দিয়া বিশেষ আবদ্ধ করতঃ শিক্ষা দেওয়া যায়। গলাথামারী শিক্ষায় বিশেষ এই, একটী উচ্চ খুঁটা কি সরল এবং মজবুত গাছে হাতীর গলার কাছে গাড়িয়া ঐ খুঁটা কি গাছের সহ হাতীর গলা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সাবধান, এরূপ গলাথামারী থাকা সত্বে হস্তী কোন প্রকারে গলা উন্টাইতে না পারে। যদি মাহুতগণের অনবধানতা প্রযুক্ত হাতী গলা উন্টাইয়া চিৎ বা কাৎ হইতে পারে, তবে ফাঁশী লাগিয়া মরিয়া যায়। গলাথামারির গাছটী ১৪।১৫ হাত উচ্চ সরল ও দৃঢ় চাই। যেমন গলাথামারির রসি হস্তীর হঠাৎ উঠ্ বৈসের সময় ঐ গাছের কোন স্থানে আবদ্ধ না হয়। পরে ঝট্‌কা শিক্ষায় ন্যায় বাঁশের চটা ও খড় দ্বারা শরীরের সুরসুরি দূর ও কুমকী হস্তী দ্বারা অন্যান্য পালিত হস্তীর ন্যায় কার্য্য শিক্ষা দিতে হয়।

শিক্ষা প্রণালী যথা, কুমকী হস্তীকে 'আগেৎ' বোল ব্যবহার করিয়া অগ্রসর করান মাত্র নব হস্তীর মাহুত ও উহার কাণের পাশে বাঁশ নির্ম্মিত কাণাট দ্বারা (অর্থাৎ হস্তী চলাচলের বংশ নির্ম্মিত অস্ত্র) 'আগেৎ' বলিয়া ইহাকেও অগ্রসর করায়। এইরূপে ২৫।৩০ হাত অগ্রসর হইলে কুমকী 'ধাৎ' বোল প্রয়োগ করিয়া দাঁড় করায়, ঠিক সেই সময় নূতন হস্তীকেও 'ধাৎ' শব্দ বলিয়া কাণাট দ্বারা কপালের উপর ধীরে আঘাত দিয়া দাঁড় করায়। নূতন হস্তী ইচ্ছা পূর্ব্বক না দাঁড়াইলেও দুই পার্শ্বের কুমকীর সহিত রসা দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া দাঁড়াইলে উহাকেও বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হয়। কুমকীকে 'ধাৎ পিছে' বলিয়া রসায় টান রাখিয়া ২।৩ পা পিছে দাঁড়াইলে হটাইলে রসার টানে বন্য হস্তীকেও পিছু হইতে হয়। ঐ সময় নূতন হস্তীর মাহুতও কাণাট দ্বারা উহার মস্তকোপরি খোঁচাইয়া 'পিছে' বলিয়া পিছে হাটাইতে চেষ্টা করে। পুনরায় 'আগেৎ' বলিয়া কুমকী সহ অগ্রসর

করায়। ‘ধাং’ দিয়া খাড়া করিয়া ‘চই ঘুম’ বলিয়া বামের কুমকীকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দক্ষিণ পাশের কুমকী রসায় টান রাখিয়া দ্রুততার সহিত পাক ঘুরাইয়া আসে। এবং নূতন হস্তীকেও ডাইন কাণের পীটে খোঁচা দিয়া ‘চই ঘুম’ বলিয়া পাক ঘুরায়। কুমকীর টানে নূতন হস্তী অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া ‘চই ঘুম’ শব্দের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপ দক্ষিণের কুমকী দাঁড় করাইলে বামের কুমকীকে ‘চই ঘুম’ বলিয়া ঘুরাইলে নূতন হস্তীও ডাইনের দিক ঘুরিয়া আইসে। এই নিয়মে প্রতি দিন ২ বেলা অন্ততঃ ১ঘণ্টা ‘ঠাণ্ডা সময়ে,’ ময়দানে বাহির করিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ৫।৭ দিবস পর্য্যন্ত এই প্রকারে শিক্ষা দিলে যখন হস্তী কতকাংশ সায়েস্তা ও শিক্ষিত হইয়া আইসে তখন দুই পার্শ্বে দুই কুমকীর পরিবর্ত্তে এক কুমকী রাখিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ক্রমে যখন আরও বিশেষ রূপ শিক্ষা লাভ করে, এবং মাহুতের বিলক্ষণরূপ বশ হইয়াছে বুঝা যায়, তখন কুমকী হইতে পৃথক করিয়া কেবল মাত্র একটি কুমকী উহার সঙ্গে সঙ্গে ২।৪ দিন রাখিয়া, জোড় ঘুরান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলেও যখন কোনপ্রকার গোল-যোগ না করে, তখন ২টী কুমকী ২০০।৩০০ শত হাত পরিমাণ তফাৎ করিয়া, নূতন হস্তীকে এক কুমকীর নিকট হইতে অন্য কুমকী পর্য্যন্ত গমনাগমন করাইতে হয়। এইরূপ করানের তাৎপর্য্য এই যে, কুমকীর সহিত বরাবর বান্ধা থাকার জন্য কুমকী ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে সাহস করে না এবং যায়ও না। সেই দোষ ছাড়ানের জন্য ২ কুমকী দুই স্থানে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গমনাগমন করাইতে হয়। পরে ক্রমশ কুমকীর অধিক দূরবর্ত্তী করাইয়া ঐরূপে শিক্ষা দিতে হয়। দুই তিন দিবস এইরূপ শিক্ষা দিলে, কুমকী ব্যতীত কোন স্থানে পৃথক করিয়া লইয়া গেলে নিরাপত্যে চলিয়া যায়। দশ বার দিন এইরূপ শিক্ষার পর ক্রমশঃ উহা দ্বারা আপন আহারীয় চারা প্রথমতঃ অল্প অল্প, পরে বেশী পরিমাণেও আনা যায়। কিন্তু যে কোন কার্য্য করা যাউক, অতি সাবধানের সহিত এবং ধীরে ধীরে করা আবশ্যক। একটী বিষয় উত্তমরূপ শিক্ষা হইলে অন্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। হস্তী যে পর্য্যন্ত বিশেষরূপ শিক্ষিত ও সায়েস্ত না হয়, এবং উহার চারি পা ও মুখ ঠাণ্ডা না হয়, অর্থাৎ মনুষ্যের উপর আক্রমণ না করে, এবং বান্ধিবার ও

খুলিবার সময় দুষ্টামি না করে, এইরূপ বশীভূত হইলে উহাকে উঠা বসা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ বান্ধা খোলা সম্বন্ধে ভালরূপ সাএস্তা না হইতে যদি উঠা বসা শিখান যায়, তাহা হইলে উহার পায়ে রসা লাগাইয়া বান্ধিবার সময় বারম্বার উঠাবসা আরম্ভ করে। তাহাতে উহার নীচ হইতে বান্ধিবার অসুবিধা হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বে বসা শিখান উচিত নয়। ছিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানীয় মাহুতেরা, নূতন হস্তীকে একটা কুম্‌কীর সহিত আবদ্ধ করিয়া হাতীর পেটের তল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া উহার পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের ১ ফুট পরিমাণ নীচে মাহুতের বাম হস্তের নিকট তীক্ষ্ণ কানাট দ্বারা খোঁচা দিয়া টানিয়া ধরে। আঘাতের যন্ত্রণায় হস্তী পীঠ বাকাঁ করিয়া কোন রূপেই এক বার জলমধ্যে বসিলেই উহাকে 'দিলাসা' দিয়া পুনরায় "বইট্" বলিয়া বারম্বার এইরূপ খোঁচা দিয়া উঠাবসা করাইতে হয়। হয়ত ১০। ১৫ বার এইরূপ বিরক্ত বোধ করিলে, নাবসিয়া দৌড় দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কুমকীর সহিত আবদ্ধ থাকা হেতু কোন দিক যাইতে সক্ষম হয়না ও মাহুতের দণ্ডাঘাতে বাধ্য হইয়া বসিতে হয়। খোঁচাটী টানিয়া "মাইল" বলিয়া কাণের পীঠে সাধারণ খোঁচা মারিলেই উঠিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ৪। ৫ দিবস প্রথমতঃ জলে বসাইয়া, পরে যখন বিনাঘাতে "বইট্" বলিবা মাত্র বিনাপত্তিতে বসে, তখন উপরে শুষ্ক স্থানে, প্রথমতঃ উহার থানে অর্থাৎ বাসস্থানে, বন্ধনাবস্থায় ২। ১ দিবস পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বসাইতে হয়। পরে যখন উহাতেও কোন রূপ আপত্তি নাকরে, তখন যে সে স্থানে লইয়া বসান যাইতে পারে। এই রূপে উঠা বসা ভাল রূপ অভ্যাস হইলে ৩। ৪ মাস পর মাহুত এক হাঁটু জলে লইয়া গিয়া উহাকে বসায় এবং পৃষ্ঠে খোঁচা দিয়া দাবিয়া ধরিয়া পায়ের ইশারা দ্বারা উহাকে তেড়ে (কাত করিয়া ফেলান) দেওয়ার চেষ্টা করে। কোন ক্রমে একবার তেড়ে দিলে দিলাসা দিতে হয়। এইরূপ ২। ৩ দিবস করিলেই শেষে আপনা হইতেই 'তেড়ে' শব্দ বলা মাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করে। এবং "ছাম বইট" শব্দ বলিয়া কাণের পীঠে সাধারণ খোঁচা দিলেই উঠিয়া সমান হইয়া বসে। ঐরূপ নিয়মে দুই পার্শ্বে তেড়ে দেওয়ার শিক্ষা দিতে হয়। তেড়ে দিয়া না ফেলিলে হাতীর শরীর ভাল রূপ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা যাইতে পারেনা। এই কারণেই তেড়ে শিক্ষা দেওয়া

আবশ্যক। জলে, তেড়ে দেওয়া যখন বিনাপত্তিতে শিক্ষা হয়, তখন ডাঙ্গাতেও তেড়ে দেওয়াইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দ্বারা হস্তী যেরূপ শিক্ষিত ও সায়েস্তা হয়, তখন ২।৩ দিবস অতি সাবধানতার সহিত উহার পৃষ্ঠে গদি দিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়, এবং ধীরে ধীরে শিক্ষা কার্য্য সমাধা করিতে হয়। হস্তীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় উহাকে যেরূপ মারা ও ভয় দেখান আবশ্যক, তাহাপেক্ষা চতুর্গুণ উহার সহিত পরিচিত হওয়ার ও নানারূপ দিলাসা দিয়া বশীভূত করারও চেষ্টা করা উচিত। হস্তীর শিক্ষা অধিকাংশ 'দিলাসার' উপর নির্ভর করে। উহার সহিত বিশেষ রাগা রাগী বা পীড়াপীড়ি করিতে হয়না। হস্তীর শিক্ষার সময়, প্রথমে মাহুত চড়িয়া ময়দানে বাহির করিলেই কাদা মাটী যাহা সম্মুখে পায় তুলিয়া লইয়া উপরে মাহুতের শরীরে ছিটাইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ মাহুত উহার শুণ্ডে কানাট্ দ্বারা "বিরি বিরি ছি" বলিয়া আঘাত করিলে উহা হইতে বিরত হয়। এই রূপে ২।৩ দিবস শাসন করিলে আর ধুলা মাটী ছিটায়না। নূতন হস্তীকে শিক্ষা দিবার সময় সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায় রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আর যাহাতে হৃষ্ট পুষ্ট হইতে পারে এরূপ আহারাদি দিয়া যত্ন করা আবশ্যক।

নব ধৃত হস্তী সম্বন্ধে বিশেষ মতামত।

অনেকেরই বিশ্বাস যে, নূতন হস্তী কদাচিত বাঁচে। তাহাদের বিশ্বাস যে মহা যত্নেও নূতন হস্তী, জিবীত রাখা যাইতে পারেনা। এই বলিয়া অনেকে নূতন হস্তী ক্রয় করেন না। কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মূলক। তাহা হইলে, পৃথিবীতে হস্তী সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি হইত না। নূতন হস্তীও কেহ ক্রয় করিতেন না, বা কেহও ধৃত করিতেন না। তবে জঙ্গলি হস্তী পর্ব্বতে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছাক্রমে আহারাদি ও মহাসুখে বিচরণ করিয়া কোনরূপ কষ্টের মুখ দর্শন করে না, সে স্থলে তাহার স্বাধীনতা ধ্বংস করিয়া শিক্ষা সময়ে নানারূপ অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়া, পরে উহার স্বাস্থ্য রক্ষা ও সবলতার প্রতি বিশেষ যত্ন না করিলে অনেক নূতন হস্তী মরিয়া থাকে।

কিন্তু উচিত সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও আহারাদির প্রতি সম্যক যত্ন রাখিলে, প্রাণের কোনও আশঙ্কা থাকে না। নূতন হস্তীর মধ্যে শতকরা ১৫।২০টী অযত্নে নানারূপ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। নূতন হস্তীকে ২।৩ বৎসর কোনরূপ পরিশ্রম না করাইয়া, বিশেষ যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। কারণ স্বাধীন অবস্থা হইতে বাধ্য করিয়া হঠাৎ অধিকতর পরিশ্রম করাইলে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে; ইহার বিচিত্র কি? দুই তিন বৎসরের মধ্যে উহাদের জঙ্গলি স্বভাব যায় না, এবং বিশেষ কার্য্যোপযোগী হয় না। এই জন্যই লোকে সাধারণতঃ বলে যে, নূতন হস্তীর ৩ বৎসর না গেলে বিশ্বাস নাই। ক্রমে ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমিতরূপে পরিশ্রম সহ্য করাইয়া একবার হাতীর শরীর পুষ্ট করিতে পারিলে, শেষে গুরুতর পরিশ্রম করাইলেও কাতর হয় না। যাঁহারা নূতন হস্তীতত্ত্ব একবারে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে পুরাণা হস্তী ব্যতীত নূতন হস্তী ক্রয় করা এককালেই অযৌক্তিক।

হস্তীর সুলক্ষণ এবং কুলক্ষণ এবং দোষ গুণ নিরূপণ।

কামুকোন্মত্ত গজারোহণ দোষ যথা—

নারোহেৎ কামুকোন্মত্তং গজং রাজা কদাচন।
আরুহ্যকামুকং তস্তু পরত্রেহ বিষীদতি॥

ইতি কালিকা পুরাণে ৮৯ অধ্যায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই (কালিকা পুরাণে ৮৯ অধ্যায়ে কথিত আছে) কদাচ কামুক ও উন্মত্ত গজে আরোহণ করিবেক না। যদি রাজা করেন তবে ক্লেশাদি প্রাপ্ত হইবেন।

অথ গজপরীক্ষা তত্রকাল।

ঐন্দ্রমিত্র বরুণানীল পুষ্যাচন্দ্র
তোয় রবিবারিজ্যতারে।
সূর্য্য শুক্র গুরু সোমজবারে
শ্রেয়সে ভবতি কুঞ্জরযানং॥
লগ্নে চরে শুভ সমাশ্রিত বীক্ষিতে বা
চন্দ্রস্য দৃষ্টিরিভয়ান বিধৌ বিরুদ্ধা।
সৌম্যে দিনে করনি শাট বসু শ্রবণ্য
তোয়েশ বৈত্রমদিতিশ্চ শুভ গ্রহাহঃ॥
স্যাৎ কুঞ্জর ক্রয় ন দর্শনং দান কালঃ
শেষেষু দুঃখফলমার্কসুতেহহ্নি চৈ॥

ইহার অর্থ এই, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শতভিষা, পুষ্যা, অশ্বিনী, স্বাতি, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, শ্রবণা ও পুনর্ব্বসু এই সমস্ত নক্ষত্রে রবি, শুক্র, বৃহস্পতি ও বুধবারে চন্দ্র দৃষ্টি রহিত মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর লগ্নে শুভগ্রহ দৃষ্টে শুভ দিবসে কুঞ্জরে আরোহণ, ক্রয় করণ, দর্শন ও দানের শুভকাল। শেষনক্ষত্র লগ্নাদি ও শনিবার অত্যন্ত দুঃখদ বলিয়া উক্ত আছে।

অথ গুণা।

যথা রক্তং যথা খড়্গো যথা স্ত্রী সপুরো যথা।
পরীক্ষান্তে গুণৈরেবং গজনামপি নির্ণয়॥
রম্যো ভীমোধ্বজোঽধীরবীরঃ সুরোঽষ্ট মঙ্গলঃ।
সুনন্দঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ স্থিরাগম্ভীরবেদ্যপি॥
বরারোহ ইতি প্রোক্তা গজা দ্বাদশ সপ্তমাঃ। ১॥

যেরূপ রক্তবর্ণ ও গণ্ডার বর্ণ; স্ত্রী, পুরুষ গজের গুণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় হয়। অপিচ, গজ সকল দ্বাদশ নামে উক্ত করিয়াছেন, যথা ভীম, ধ্বজ, অধীর, বীর, সুর, অষ্টমঙ্গল, সুনন্দ, সর্ব্বতোভদ্র, স্থির, গম্ভীর, বেদি, বরারোহ। ১।

তদ্‌যথা ভোজঃ।

বিভক্তাবয়বঃ পুষ্টঃ সুদন্তঃ সুমহানপি।
তেজস্বীরম্য ইত্যুক্তো গজঃ সম্পত্তিবর্দ্ধকঃ॥
অঙ্কুশাদি প্রহারেণ যস্য ভীতির্নজায়তে।
সভীমোয়ং গজঃ শুদ্ধোরাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থসাধনঃ॥২॥

ইহার অর্থ এই, ভোজরাজা বলিয়াছিলেন সর্ব্ব শরীর সুন্দর, পুষ্ট অবয়ব বিশিষ্ট, সুদৃশ্য দন্ত যুক্ত, সুশ্রী, তেজস্বী এবং অঙ্কুশাদির প্রহারে যাহার ভয় হয় না, সে ভীমনামক গজ। ইহা শুদ্ধ ও সম্পত্তিবর্দ্ধক। বিশেষতঃ রাজার সর্ব্বার্থসাধক।

শুণ্ডাগ্রাৎ পুচ্ছ পর্য্যন্তং রেখাযস্যৈব দৃশ্যতে।
ধ্বজশুদ্ধো গজো নামঃ সাম্রাজ্য প্রাণদায়কঃ॥৩॥

ইহার অর্থ এই, শুণ্ডের অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত যার রেখা দৃষ্ট হয়, এরূপ হস্তীই ধ্বজ নামে খ্যাত। ইহা সাম্রাজ্য এবং প্রাণদায়ক।৩।

সমৌ কুম্ভৌখরাকারৌ আবর্ত্তৌতত্রচোচ্ছয়ৌ।
অধিরোয়ং গজানাম্না রাজ্ঞাং বিপ্র বিনাশসঃ॥৪॥

ইহার অর্থ এই, যার কুম্ভ সমভাব, কঠিন ও গোল এবং উচ্চ, তাহার নাম অধীর গজ। ইহা রাজাদিগের বিপ্রাদি প্রজানাশক।৪।

আবর্ত্তঃ পৃষ্ঠতো যস্য স্বনাভিমভিবিন্দতি।
পুষ্টাঙ্গো বলবান্‌বীরো রাজ্ঞামভিমতপ্রদঃ॥৫॥

ইহার অর্থ এই, যাহার পৃষ্ঠে আবর্ত্ত, নাভীতে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন যুক্ত, পুষ্টাঙ্গ ও বলবান, সেই বীর নামক হাতী। এই হাতী রাজ আজ্ঞা পালনে তৎপর।৫।

মহাপ্রমাণঃ পুষ্টাঙ্গঃ সুদন্তশ্চারুগণ্ডকঃ।
ভক্ষণে ভক্ষণে শ্রান্তঃ সুরোলক্ষ্মী বিবর্দ্ধনঃ॥৬॥

ইহার অর্থ এই, অত্যুচ্চ, পুষ্টাঙ্গ, সুন্দর দন্ত ও সুন্দর গণ্ড যুক্ত,

আহারে অনাহারে তুষ্ট, এই হস্তী সুরকুঞ্জর নামে প্রসিদ্ধ। ইহা লক্ষ্মী বর্দ্ধক। ৬।

সিতৌ দন্তৌ সিতঃ পুচ্ছঃ সিতারেখা সিতা নখঃ।
রক্ত কুম্ভাক্ষি বীর্য্যাঙ্গৈর্বিজ্ঞে যঃ সোঽষ্ট মঙ্গলঃ॥
অয়ং গজেন্দ্রো যদ্যাস্তে তস্য স্যাৎ সকলামহি।
নারিষ্টানী তয়স্তত্র যত্রাস্তেয়েং গজেশ্বরঃ॥
আয়োজন শতং যাবদনর্থং কুরুতে ক্ষয়ং।
নাল্পে পুণ্যৈরয়ং প্রাপ্যো মনুজেন্দ্রৈঃ কলৌযুগে॥

ইহার অর্থ এই, শুক্ল দন্ত, শরীর ও পুচ্ছ শ্বেত রেখা দ্বারা শোভিত, শ্বেত নখ, এবং রক্ত কুম্ভ ও চক্ষু বিশিষ্ট, বলিষ্ঠাঙ্গ যে গজ, সেই গজই অষ্টমঙ্গল নামে অভিহিত। এই গজ যাঁহার আলয়ে থাকে, তাহাকে পৃথ্বীরাজ করে; ইহাদিগকে গৃহে রাখিলে শত্রু বৃদ্ধি হয় না। শত্রু শত চেষ্টা করিলেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কলি যুগের রাজারা অল্প পুণ্যে এই হস্তী লাভ করিতে পারে না। ৭।

শুভৌ দন্তৌ শুভঃ শুণ্ডঃ শুভৈ কুম্ভে শুভস্তনুঃ।
গণ্ডোয়োর্গণ্ডয়োর্মধ্যে আবর্ত্তঃ শুভ লক্ষণঃ॥
শশ্বন্মদ শ্রুতিপরিপ্লুত গণ্ডদেশাস্তীক্ষ্ণাঙ্কুশেন
বি নিবারয়িতুংন শক্যাঃ।
জ্ঞাতিদ্বিষো নব পয়োদর বা গভীরাঃ
পৃথ্বীভুজাং সকল সৌখ্যকরা ভবন্তি॥ ৮॥

ইহার অর্থ এই, যার সুন্দর দন্ত ও শুণ্ড, শরীর, গণ্ড, কুম্ভ পুষ্ট এবং সুলক্ষণ যুক্ত, অনবরত মদ শ্রুত, পূর্ণ গণ্ড, জ্ঞাতি দ্বেষক, ও নব মেঘের ন্যায় গভীর শব্দ, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাতও যে গ্রাহ্য করে না, তাহারই নাম সুনন্দ গজ। ইহারা সমস্ত পৃথিবীর সুখকর। ৮।

অথ দোষাঃ।

দীনঃ ক্ষীণোঽথ বিষমো বিরূপো বিকলঃ খরঃ।
বিমদোগ্ধাপকঃ কাকো ধূম্রোজটিল ইত্যপি ॥
অজিনীমণ্ডলী শ্বিত্রী হতাবর্ত্তো মহাভয়ঃ।
রাষ্ট্রহামুষলী ভালী নিঃসত্ত্ব ইতি বিংশতিঃ॥
মহাদোষাঃ সমাখ্যাতা গজানাং ভোজভূভুজা।

ইহার অর্থ এই, যে সকল কুঞ্জর দোষণীয় তাহাদের নাম যথা, দীন, ক্ষীণ, বিষম, বিরূপ, বিকল, খর, বিমদোগ্ধাপক, কাকো, ধূম্র, জটিল এবং অজিনী, মণ্ডলী, শ্বিত্রী, হতাবর্ত্ত, মহাভয়, মহাভয়, রাষ্ট্রহা, মুষলী, ভালী, নিঃসত্ত্ব এই বিংশতি প্রকার। ভোজরাজ এই সকল হাতীকে মহাদোষীর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

তদ্যথা:।

অতিক্ষীণতরঃ ক্ষীণতনু দন্তোঽতি নিষ্প্রভঃ।
দীনাখ্যঃ কুরুতে দীনং ভূভুজং নাত্র শংসয় ॥ ১ ॥

ইহার অর্থ এই, অত্যন্ত ক্ষীণ শরীর, প্রভারহিত, ক্ষীণ দন্ত বিশিষ্ট যে সকল গজ, সেই সকল গজ দীন নামে খ্যাত। এরূপ গজ রাজাদিগকে দরিদ্র করে সংশয় নাই। ১।

খর্ব্বশুণ্ডো মহাপুচ্ছো নিশ্বাসোবেগ বর্জ্জিতঃ।
ক্ষীণোয়ং কুরুতে ক্ষীণং স্বামিনং ধন সম্পদা ॥ ২ ॥

ইহার অর্থ এই, যার শুণ্ড খর্ব্ব, পুচ্ছ দীর্ঘ, ও নিশ্বাস বেগ বর্জ্জিত, সেই সকল গজ ক্ষীণাখ্য নামে খ্যাত। ইহারা স্বামীর ধন সম্পত্তি ক্ষীণ করায়, ও ক্ষীণ শরীর হয়। ২।

কুম্ভে দন্তেঽক্ষিকর্ণে চ বৈষম্যংপার্শ্বয়োস্তথা।
যস্যায়ং বিষমোনাগো নাগবৎ কুরুতে ক্ষয়ং ॥ ৩ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার কুম্ভ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ ও পার্শ্ব দ্বয় বৈষম্য,

এবং ভীষণাকার সেই বিষম নামে খ্যাত। ইহারা নাগের ন্যায় ধনাদি ক্ষয় করে। ৩।

আস্কন্ধাত্তু শিরঃক্ষীণং পশ্চাদ্ভাগস্য পুষ্টতা।
বিরূপ ইতি নাগোয়ং কুরুতে ভূষণ ক্ষয়ং॥ ৪॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল হস্তীর স্কন্ধাবধি শির পর্য্যন্ত ক্ষীণ, পশ্চাদ্ভাগ পুষ্ট, তাহারা বিরূপ নামে খ্যাত। ইহারা স্বামীর ধন সম্পত্তি নষ্ট করে। ৪।

নানাভোগৈরপি কৃতৈর্যস্যনোজায়তে মদঃ।
যুদ্ধায়নোপক্রমতে বিফলং তং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল গজ নানাপ্রকার ভোগ দ্বারা ও যুদ্ধাদিতে গমন করিতে চায় না, তাহারা বিফল নামে অভিহিত। ইহাদিগকেও বর্জ্জন করিবে। ৫।

খরতা সহজা যস্য শরীরেহস্তীতি লক্ষ্যতে।
তনুদন্তকরোহস্তী খরঃ কুল বিনাশনঃ॥ ৬॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল হস্তীর জন্মাবধি তীক্ষ্ণ শরীর লক্ষিত হয় এবং তনু, দন্ত ও কর অস্থি বিশিষ্ট, সেই সকল হস্তী খর নামে খ্যাত। এই সকল হস্তী কুল বিনাশক। ৬।

ন জায়তে মদ যস্য স্বকালে জায়তেহথবা।
বিরূপ বিবশোবাপি বিমদং দূরতস্ত্যজেৎ॥ ৭॥

ইহার অর্থ এই, যে হস্তীর সর্ব্বদা মত্ততা জন্মে না, অথচ নিজ ইচ্ছায় মত্ততা জন্মে, স্বামীর অবাধ্য ও কুৎসিত আকৃতি, সেই হস্তী বিমদ নামক। ইহা দূরদেশে ত্যাজ্য। ৭।

লঘুপ্রমাণঃ ক্ষীণাঙ্গস্তনুগুগুশিরোদরঃ।
অভ্রান্তং শ্বসিতি ব্যগ্রঃ পতেদ্বৈনেত্রয়োর্ম্মলং॥
ত্রিকে পুচ্ছাগ্রতোবাপি আবর্ত্তোমগুলোহথবা।
বাহং প্রকুরুতে লিঙ্গং সর্ব্বথাগতচেষ্টবৎ॥

ভূভুজানহিবীক্ষ্যোঽয়ং শ্বাপকাখ্যোগজাধমঃ।
যদীচ্ছেচ্ছ্রিয়ং ভূতীং শরীরারোগ্য মেব বা ॥ ৮ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহারা ক্ষীণাঙ্গ, শির, তনু, শুণ্ড, উদর লঘু, অভ্রান্ত, শ্বাস নির্গতে ব্যস্ত, চক্ষু মল ত্যাগী, ত্রিপথ ভূমি শুণ্ডাগ্র দ্বারা আবর্ত্তন কিম্বা মণ্ডলাকার করণশীল, এবং সর্ব্বদা লিঙ্গ বহিস্করণে চেষ্টাবান, তাহাকে শ্বাপক গজ বলে। ইহাকে রাজা দৃষ্টিও করিবেক না, ইহা কখনই রাজার মঙ্গলজনক নহে। ৮।

শঙ্খদেশ্যে যস্য ভগ্নে স্কন্ধদেশোঽতি গুচ্ছকঃ।
কাকোয়ং কুরুতে মৃত্যুং স্বামিনোনাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার শঙ্খদেশ অর্থাৎ দন্তদ্বয় মধ্যে ভগ্ন, স্কন্ধদেশ গুচ্ছ, সেই গজ কাক নামক। এই গজ স্বামীর মৃত্যু করায়, সংশয় নাই। ৯।

বিষমৌ শঙ্খগ্যে দন্তৌ যস্য শুণ্ড বিরোধিন্যে।
ভিদ্যতে বাবিদীর্য্যেতাং স্বয়ং শূন্যান্তরা বুভৌ ॥
কুরুতে ব্যাধিতং নাথং ধুম্রনামা গজাধমঃ। ১০ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার দন্তদ্বয় মধ্যে ভগ্ন, ও দন্ত দ্বারা বিষমরূপে শুণ্ড বিরোধী কিম্বা শুণ্ড ভেদ বা বিদারণ করে এবং দন্ত শুণ্ড মধ্যগত হয়, তাহাকে ধুম্র নামক গজাধম কহে। এই গজ নিজ স্বামীকে ব্যাধি যুক্ত করায়। ১০।

মূৰ্দ্ধজাঃ কর্কশারুক্ষা জটারূপানুবন্ধিনঃ।
যস্যায়ং জটিলানাগঃ কুরুতে ধন সংক্ষয়ং ॥ ১১ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার মস্তক কঠিন ও রুক্ষ, এবং জটারূপ বন্ধনযুক্ত, তাহার নাম জটিল গজ। ইহা কর্ত্তার ধন ক্ষয় করায়। ১১।

স্কন্ধে বা গাত্র দেশে বা লগ্নং চৰ্ম্মেঽব লক্ষ্যতে।
অজিনী নাম নাগোয়ং কুরুতে ভূযণক্ষয়ং।
নৈনং স্পৃশেন্নবীক্ষেত যদীচ্ছেদাত্মনং প্রিয়ং ॥ ১২ ॥

ইহার অর্থ এই, যাহার স্কন্ধ ও গাত্রদেশে লগ্ন চর্ম্মের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহার

নাম অজিনী গজ। ইহা ধন সম্পত্তি ক্ষয় করায়। যদি ইহা অতি প্রিয়ও হয়, তথাপি ইহাকে স্পর্শ কি দর্শনও করিবে না। ১২।

মণ্ডলানি প্রদৃশ্যন্তে একং দ্বেবা বহু নিবা।
বিরূপান্যুদ গতানীব মণ্ডলীকুলনাশনঃ॥ ১৩॥

ইহার অর্থ এই, যাহার এক অথবা দুই কিম্বা বহু চক্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এবং বিরূপ ও সর্ব্বদা জলগত ইচ্ছা, তাহার নাম মণ্ডলী গজ। ইহা কুল নাশ করায়। ১৩।

তানি শ্বেতানি যস্য স্যুঃ শ্বিত্রীস ধননাশনঃ।১৪॥

ইহার অর্থ হয়, যে সকল কুঞ্জর শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বিত্রী নামক গজ বলে। ইহা ধননাশক। ১৪।

হৃদয়ে উদরে চৈব ত্রিকে পুচ্ছস্য মূলতঃ।
গুদে মেঢ্রে পদে চৈব আবর্ত্তেন হত প্রিয়ং।
যোগিনং কুরুতে ভূপং প্রবাসিন মুপক্রতং॥ ১৫॥

ইহার অর্থ এই, যে গজের হৃদয়ে, উদরে, পুচ্ছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এবং গুদে, লিঙ্গে, পদে, পৃষ্ঠদণ্ডে আবর্ত্তচিহ্ন*; তাহাকে হতাবর্ত্তক নামক গজ কহে। ইহা শীঘ্র কর্ত্তাকে যোগী ও প্রবাসী করে। ১৫।

গচ্ছতো যস্য গুল্‌ফাভ্যাং ভবেৎ সংঘর্ষণং মুহুঃ।
অপি সর্ব্বগুণৈর্যুক্ত ত্যাজ্যশ্চ স মহাভয়ঃ॥
রাষ্ট্রং ধনং কুলং সৈন্যং মৈত্রৎ দারান্ তথা প্রজাঃ।
ক্ষপয়ত্য শুভোনাগো দৃষ্টমাত্র ন শংসয়ঃ॥
তত্রাপত্রিয়তে লোকস্তত্রবজ্রভয়ং ভবেৎ।
ব্যাধি বহ্নিভয়ম্বাত্র যত্রাস্তে স মহাভয়ঃ॥ ১৬॥

ইহার অর্থ এই, যে গজ গমনকালে বারম্বার পদের গোড়া দ্বারা অপর পদের গোড়া সংঘর্ষণ করে, তাহাকে মহাভয় নামক গজ কহে। ইহা সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন হইলেও ত্যাগ করিবেক। এই হাতী, রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য,

* লোম সংস্থান চিহ্ন বিশেষ।

মৈত্র, স্ত্রী, প্রজা, দৃষ্ট মাত্র নাশ করে সংশয় নাই। ইহা অপমৃত্যু, বন্ধ ভয়, ব্যাধি ও অগ্নি ভয় এবং অন্যান্য মহাভয় প্রাপ্ত করায়। ১৬।

ভৃশং সন্তাড্য মানস্তু পাদৈকং যো ন গচ্ছতি।
পৃষ্ঠোদরং সমাবৃত্য রেখারক্তসমা যদি॥
স্যস্তাগ্রিম পদস্থানে পশ্চাৎপাতঃ পদে যদি।
অপি সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো রাষ্ট্রহায়ং গজাধমঃ॥
রাষ্ট্রাদপা ক্রিয়তেঽয়ং ভূভুজাপ্রিয়মিচ্ছতা।
রাষ্ট্রান্তে রক্ষিতো মোহাৎ কুরুতে রাষ্ট্র সংক্ষয়ং॥ ১৭॥

ইহার অর্থ এই, যে সকল গজের মন সর্ব্বদা সন্তাপযুক্ত, পৃষ্ঠ ও উদর রক্ত বর্ণ রেখা দ্বারা সমভাবে আবৃত; অগ্রপদ চালন স্থানেই ঠিক যাহার পশ্চাৎ পদ পতিত হয়, এবং এক পদও সহজে গমন করে না, রাষ্ট্রহা গজ বলে। ইহা রাজার প্রিয় ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও রাজ্য নাশ করে। ১৭।

পাদাশ্চাত্য স্তু বিষমা দন্তৌ চান্যোন্য বিষমৌ পঞ্জরো
দৃশ্যতে ভগ্ন একোবাষ্টৌ দ্বয়োঽথবা॥
দন্তৌবা চলতো যস্য কিম্বাান প্ররোহতঃ।
কুম্ভৌ বা বিষমৌ যস্য মুষলীস গজাধমঃ॥
রাষ্ট্র দুর্গ বলা মাত্য ক্ষয় কৃত্তং পরিত্যজেৎ। ১৮॥

ইহার অর্থ এই যে, যে গজের পদ অত্যন্ত কুৎসিৎ দন্ত ও অন্যান্য স্থান বৈষম্য এবং পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন দৃষ্ট হয় কিম্বা এক বা দুই অথবা অষ্ট স্থান ভগ্ন দৃষ্ট হয়, গমন সময় দন্তচালন করে, আর কুম্ভ বৈষম্য তাহার নাম মুষলী গজ। ইহা হস্তী মধ্যে অধম। রাজ্য, দুর্গ, বলদ্বারা ক্ষয় করিবার ইচ্ছা করে ইহাকেও পরিত্যাগ করিবেক। ১৮।

উর্ম্মি খণ্ড ইবা ভাতি ভালে যস্যাতি কর্কশঃ।
ভালীস কুরুতে নাগো ভর্তুঃ কুল ধন ক্ষয়ং॥

ইহার অর্থ এই, যার ললাট স্থান কঠিন এবং যে পৃথিবী খণ্ড উজ্জ্বল রূপ

দর্শন করে সে ভাগী নামক গজ। ইহা কর্ত্তার কুল ও ধন ক্ষয় করায়।

পৃষ্ঠো বিশালঃ সদ্দন্তঃ সৎকারোপি শুভোঽপি সন্।
ন রণে সাহসোযস্যাসনিঃস্বত্বো গজাধমঃ॥
সর্ব্বেষাং গজদোষাণাং মুক্ত এব মহানয়ং।
যেনৈ কেন গুণাঃ সর্ব্বে তৃণয়ন্তে সুনিশ্চিতং॥ ২০॥

ইহার অর্থ এই, যে হস্তীর শরীর অত্যন্ত পুষ্ট দন্ত পরিষ্কার এবং সুন্দর ও যাহার যুদ্ধে সাহস নাই, সে নিঃস্বত্বো গজাধম। এই সকল হস্তীর দোষ ও গুণাবলী নিশ্চিত হইল। ২০।

পালকাপ্যস্তু।

ক্ষীণ দন্তাঙ্গ শুণ্ডত্বং বিষমত্বং রদাদিষু।
শিরঃ ক্ষীণ মধঃ পুষ্টিঃ রেতে দোষাগজে মতাঃ॥

পালকের উক্তি। যে সকল গজের দন্তদ্বয়, অঙ্গ, শুণ্ড, ক্ষীণ এবং মস্তক ছোট; অধভাগ পুষ্ট, সে সকল হস্তীও দোষযুক্ত।

গার্গ্যস্তু।

যে কুঞ্জরাস্তনুরদা স্তনু গণ্ড শুণ্ডাঃ ক্ষীণাঃ সুদীন
বপুষো গুরু দীর্ঘ পুচ্ছাঃ। বশ্যাদিভিঃ খলু গুণৈ
রহিতা হিতায় তে ভূভুজা মভিমতানহি বীক্ষনীয়াঃ॥
যোন শ্রবেন্মদ জলং তনুমূর্দ্ধভাগো নির্ব্বীর্য্যতা
মুপোগতো বহু ভোজনেঽপি। নেচ্ছত্যসা বুপগতা
ন পরান্নিহন্তঃ ভূমী ভুজা নহি গজোয়মবেক্ষণীয়ঃ।
দোষৈ দুষ্টান্ গজান্রাজান বীক্ষেত কদাচন।
ত্যজেদ্বা পর রাষ্ট্রে স্তু নগরাৎ ক্রিয়তে বহিঃ॥